يوسفيات
সুরা ইউসুফের
পরশে
শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি
আমীমুল ইহসান
অনূদিত

ঞ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করল, কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হলো না, তার এলোমেলো চিন্তাগুলো বিন্যস্ত হলো না, অস্থির ভাবনাগুলো সংহত হলো না, তার প্রত্যয় ও প্রত্যাশাগুলো তার আদর্শ ও মূলনীতির সঙ্গে খাপ খেল না—সে আসলে কুরআন তিলাওয়াতই করেনি!

ঞ আপনার শিশুকে ভালোবাসুন; তার প্রিয় হয়ে উঠুন; তাকে 'আমার আদরের সন্তান' বলে মধুর স্বরে সম্বোধন করুন। শৈশবেই তার হৃদয়ের জমিতে গেঁড়ে দিন স্নেহ ও ভালোবাসার সম্ভাবনাময় বীজ; যৌবনে এই বীজ আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সদ্ব্যবহারের বটবৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

ঞ একচেটিয়া ভোগ করার মনোবৃত্তি ও শরিকবিহীন একচ্ছত্র মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মারাত্মক মানসিক ব্যাধিগুলোর অন্যতম। এই রোগের কারণে অধিকাংশ মানুষ সাফল্যের পানে ছোটার পরিবর্তে সেরা হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামে, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার বদলে নিজেকে আলাদা রাখার চেষ্টা করে, জ্ঞানলাভের পরিবর্তে ক্লাসে প্রথম হওয়ার ধান্দা করে! স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মমুগ্ধতাই আমাদেরকে এই ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। এটি অহমিকার নতুন রূপ—ভদ্রতা ও আভিজাত্যের মোড়কে মূর্তিমান অহংকার।

-শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

আমরা সবাই কম-বেশি তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তিলাওয়াতই হয় প্রাণহীন। তাই কুরআন আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় না, আমাদের মনোজগতে সাড়া ফেলে না, আমাদের হৃদয়ে হিদায়াতের নুর সৃষ্টি করে না। অথচ আমাদের সালাফরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তারা অঝোর নয়নে কাঁদতেন; প্রতিটি আয়াত তাদেরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেত; কুরআনের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো তাদের জীবনকে সুরভিত করে রাখত। কুরআনুল হাকিমে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মুমিন তো তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাদের সামনে যখন তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা কেবল তাদের রবের ওপরই তাওয়াক্কুল করে।[১]

সালাফের সঙ্গে আমাদের তিলাওয়াতের এই পার্থক্যের কারণ হলো, তারা আমাদের মতো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতেন না। তারা তাদাব্বুর সহযোগে তিলাওয়াত করতেন, প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে ফিকির করতেন, আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমতগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনের একাধিক জায়গায় তাদাব্বুরের প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেছেন :

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

---

১. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২।

‘এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুঝমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।’[২]

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

‘আর যাদেরকে আপন রবের আয়াতসমূহ শোনানো হলে তারা অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না।’[৩]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

‘তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?’[৪]

সহিহাইনে এসেছে, ‘একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه-কে বলেন : (اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ) “আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও।” তিনি বলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার ওপরই তো কুরআন নাজিল হয়েছে। আমি আপনাকেই কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাব?!” রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন, (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) “হাঁ, শোনাও। আমার অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনতে মন চায়।” সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه সুরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। যখন তিনি এই আয়াতে এলেন : (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا)[৫] মাথা তুলে রাসুলুল্লাহর দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।’”[৬]

---

২. সুরা সাদ, ৩৮ : ২৯।
৩. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৩।
৪. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪।
৫. ‘যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কী অবস্থা হবে?’ (সুরা আন-নিসা, ৪ : ৪১)
৬. সহিহুল বুখারি : ৪৫৮৩, ৫০৫০, ৫০৫৫; সহিহু মুসলিম : ৮০০।

সুনানে ইবনে মাজায় এসেছে, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরা মায়িদার এই আয়াত (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[৭] পড়তে পড়তে সারা রাত কাটিয়ে দেন। এই অবস্থায় সকাল হয়ে যায়।'[৮]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ؓ বলেন, 'সাইয়িদুনা আবু বকর ؓ যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না।'

একবার হাসান বসরি ؒ পুরো রাত (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)[৯] এই আয়াতটি পড়ে পড়ে কাটিয়ে দেন। এভাবে একসময় সকাল হয়ে যায়। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এই আয়াতে অনেক বড় নসিহত ও শিক্ষা লুকিয়ে আছে।'

শাইখ আহমাদ বিন হাজর মক্কি ؒ তার বিখ্যাত রচনা 'আল-খাইরাতুল হিসান' গ্রন্থে লিখেন, 'ইমাম আবু হানিফা ؒ একবার তাহাজ্জুদে এই আয়াত পড়েন : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ)[১০] তিনি বারবার এই আয়াত পড়তে থাকেন। এভাবে একসময় সকাল হয়ে যায়।'

'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' গ্রন্থে মুফাক্কিরে ইসলাম শাইখ আবুল হাসান আলি নদবি ؒ লিখেন, 'বাইতুল মাকদিস বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ؒ বড়ই বিনয়-নম্র অন্তরের অধিকারী ছিলেন। কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি প্রায়ই কাঁদতেন।'

❀❀❀

কুরআনের একেকটি আয়াত আমাদের জীবনের একেকটি দিককে আলোকিত করে। অনেক আয়াত আমাদেরকে তাকওয়া অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, অনেক

---

৭. 'আপনি যদি তাদের আজাব দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮)

৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৫০।

৯. 'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তা (গুনে) শেষ করতে পারবে না।' (সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮)

১০. 'অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।' (সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৪৬)

আয়াত হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করে, অনেক আয়াত গুনাহ পরিত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, অনেক আয়াত মুসিবতে সবর করতে উৎসাহ জোগায়। আপনি যখন তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করবেন, কুরআনের অনেক আয়াত আপনার হৃদয়ে রেখাপাত করবে, আয়াতগুলো আপনার চিন্তা-চেতনার অংশে পরিণত হবে এবং আপনাকে আপনার অজান্তেই আলোকিত জীবনের পথে ধাবিত করবে। তাই গতানুগতিক তিলাওয়াতের এই অলসতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে হলেও তাদাব্বুরের পেছনে মেহনত করুন।

এক ভাই তার তাদাব্বুরে কুরআনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে আমাকে জানিয়েছেন, যখনই তিনি এই আয়াতটি পড়েন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি তার বহুগুণে বেড়ে যায় এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভালোবাসা অনুভূত হয় :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

'হে মানুষ, কীসে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে তোমার মহান রব সম্পর্কে?'[১১]

বাংলা ভাষায় আমার জানামতে তাদাব্বুর নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। যারা তাদাব্বুর নিয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে চান, তারা মাওলানা আতিকুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহর 'আই লাভ কুরআন' বইটি পড়তে পারেন।

❀❀❀

আপনার হাতের ছোট্ট বইটি তাদাব্বুর নিয়েই লিখিত একটি রচনা। বিদগ্ধ লেখক শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি এই পুস্তকে আপনাদের জন্য পেশ করেছেন সুরা ইউসুফের তাদাব্বুর। সুরা ইউসুফের আয়াতে আয়াতে ছড়ানো ইলম ও হিকমতের মণিমুক্তোগুলো তিনি গুছিয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

---

১১. সুরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৬।

আরবি ভাষা শেখার পর কতবার সুরা ইউসুফ তিলাওয়াতের তাওফিক হয়েছে। কিন্তু শাইখ ফাইফির এই বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হয়েছে এটি কোনো সুরা নয়, ইলম ও হিকমতের বিস্তৃত সাম্রাজ্য। আলহামদুলিল্লাহ, এখন থেকে প্রতিবার সুরা ইউসুফের তিলাওয়াত আমার কাছে নতুন নতুন উপলব্ধি নিয়ে হাজির হবে। আমরা আশা করি, বইটি পড়ার পর একই অনুভূতি আমাদের পাঠক ভাইদেরও হবে। বিশেষ করে, শাইখের তাদাব্বুরের প্রক্রিয়া থেকে সচেতন পাঠকমাত্রই তাদাব্বুরের অনেকগুলো সূত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারবেন, যেগুলোকে সামনে রাখলে কুরআনের অন্যান্য অংশ নিয়েও তাদাব্বুর করার যোগ্যতা তৈরি হবে।

❀❀❀

আমরা আর বেশি সময় নেব না, বইটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে বিদায় চাইব। বইটির মূল আরবি নাম (يُوْسُفِيات)। আমরা অনুবাদে লেখকের উন্নতমানের গদ্যের আমেজ ধরে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কুরআনের অনুবাদে আমরা কোনো বিশেষ অনুবাদকে হুবহু তুলে দিইনি। আমাদের রুচিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় কুরআনের এমন বঙ্গানুবাদ আপাতত আমাদের সামনে নেই। তাই সরল ও প্রাঞ্জল একটি অনুবাদ আমরা পাঠকের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য কুরআনের সহজলভ্য অন্যসব বঙ্গানুবাদও আমাদের নজরে ছিল। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও ড. ফজলুর রহমানের অনুবাদ থেকে আমরা ভরপুর সাহায্য নিয়েছি। বইয়ের শুরুতে আমরা সুরা ইউসুফ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলেছি এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের পুরো জীবন-ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; যাতে তাদাব্বুরগুলো বুঝতে পাঠকদের কোনো ধরনের সমস্যা না হয়।

মূল বইয়ে টীকা ও উদ্ধৃতি ছিল না, আমরা অনেকগুলো ব্যাখ্যামূলক টীকা ও উদ্ধৃতি যুক্ত করেছি। তা ছাড়া সুরাটিকে রুকুর বিন্যাসে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি রুকুর জন্য আলাদা শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হয়। এভাবে ভাগ করার আরও একটি কারণ আছে : মূল বইয়ে সূচিপত্র ছিল না, আমরা সূচিপত্র সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া হিসেবেই মূলত এভাবে বিন্যাস করেছি।

আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বইটিকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সচেতন পাঠক ভাইয়েরা যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হন, তবে দয়া করে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন; বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন; লেখক, পাঠক, অনুবাদক ও প্রকাশক সবার জন্য এই বইটিকে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন।

আমীমুল ইহসান

২৮-১০-২০২০

সূচিপত্র

সুরা ইউসুফ : অমলিন সেই ইতিহাস

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত সাইয়িদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামের গল্পটি এক অনন্য মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ যেন গল্প নয়, ইলম ও হিকমত আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য। পুরো গল্পটি কুরআনুল হাকিমে একটি পূর্ণ সুরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি একমাত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো নবির কাহিনি এভাবে আলাদা সুরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। ইউসুফ আলাইহিস সালামের নাম পুরো কুরআনে ২৬ বার এসেছে; শুধু সুরা ইউসুফে এসেছে ২৪ বার। সুরা ইউসুফ হিজরতের পূর্বে মক্কায় নাজিল হয়।

ইতিহাসের সারমর্ম

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ১১ জন ভাই ছিল। পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। শিশু ইউসুফ একবার স্বপ্নে দেখেন : সূর্য, চাঁদ ও ১১টি তারকা তাঁকে সিজদা করছে। তিনি পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানালে তিনি বলেন, 'ছেলে আমার, তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের কখনো বোলো না। তারা জানলে তোমার প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠবে।'

এদিকে শয়তান তাঁর ভাইদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তোমরা যদি পিতার ভালোবাসা পেতে চাও, তবে ইউসুফকে সরাতে হবে; যতদিন সে থাকবে, তোমরা পিতার স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকবে। অবশেষে তারা কৌশলে তাঁকে পিতার কাছ থেকে নিয়ে যায় এবং সবাই মিলে পরামর্শ করে তাঁকে একটি কূপে ফেলে দেয়। পরে পিতাকে এসে বলে, 'ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।'

একটি বাণিজ্য-কাফেলা ওই কূপের পাশ দিয়ে মিসর যাচ্ছিল। তারা পানির জন্য কূপে বালতি ফেললে ওই বালতিতে উঠে আসে শিশু ইউসুফ। কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাঁকে কিনে নেয় মিসরের বাদশাহ। স্ত্রীর হাতে শিশু ইউসুফকে তুলে দিয়ে সে বলে,

একে সযত্নে প্রতিপালন করো। ধীরে ধীরে ইউসুফ শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেন। তারপর একসময় তাঁর অপরূপ চেহারায় ফুটে ওঠে যৌবনের নির্মল দীপ্তি। বাদশাহর স্ত্রী তরুণ ইউসুফের প্রেমে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাড়নায় তাঁকে ফুসলাতে থাকে। কিন্তু পরিশুদ্ধচিত্ত তরুণ ইউসুফ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে এই নারীটির চক্রান্তে তাঁকে জেলে যেতে হয়। জেলে গিয়ে তিনি তাওহিদের দাওয়াত দেন। পরে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দক্ষতার সঙ্গে অর্থমন্ত্রণালয় সামলান। এরপর নানান নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে বাবা-মা ও ভাইদের পুনর্মিলন ঘটে এবং শৈশবে দেখা তাঁর স্বপ্নে বাস্তবতার রং লাগে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনি

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১২ জন সন্তান ছিল। ইউসুফ ও বিনয়ামিন ছিলেন সহোদর। বাকিরা অন্য মায়ের। পিতা ইয়াকুবের হৃদয়জুড়ে ছিল শিশু ইউসুফের ভালোবাসা। সৎভাইয়েরা এটি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে হিংসার আগুন।

গল্পটি শুরু হয়, শিশু ইউসুফের একটি স্বপ্নের মাধ্যমে। ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলে, 'বাবা, আমি স্বপ্নে দেখেছি, সূর্য, চাঁদ ও ১১টি তারা আমাকে সিজদা করছে।' সব শুনে ইয়াকুব আলাহিস সালাম আদরের পুত্রকে নসিহত করেন, 'দেখো ইউসুফ, এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বোলো না। ওরা জানলে ওদের হিংসা আরও বেড়ে যাবে; তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করবে।'

কিন্তু কীভাবে যেন এই স্বপ্নের কথা হিংসুক ভাইদের কানে চলে যায়। তারা ঘৃণা ও হিংসায় অস্থির হয়ে ওঠে। ইউসুফের বিষয়টি নিয়ে তারা রীতিমতো পরামর্শে বসে। প্রথমে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব ওঠে। পরে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ইউসুফকে গভীর কোনো কূপে ফেলে দেওয়া হবে। এতেই তাদের অন্তরের আগুন নিভবে আর পিতার স্নেহসিক্ত মনোযোগ তাদের দিকে নিবদ্ধ হবে।

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম শিশু ইউসুফকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন। তাঁকে কূপে ফেলতে হলে আগে পিতার কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করতে হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে তারা ফন্দি আঁটে—খেলাধুলার নাম করে ইউসুফকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতাকে রাজি করতে হবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। তারা পিতাকে গিয়ে বলে, 'বাবা, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের মোটেও বিশ্বাস করেন না। তাকে কেন আপনি আমাদের সাথে খেলতে দেন না? আপনি রাজি হলে, আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। সে মাঠে আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা করবে, ছোটাছুটি করবে। আর আমরা এতগুলো ভাই আছি, আমরা তাকে দেখেশুনে রাখব।' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, 'ইউসুফ কাছে না থাকলে আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া তোমাদের অবহেলার সুযোগে তাকে বাঘেও তো খেয়ে ফেলতে পারে।' ভাইয়েরা উত্তর দেয়, 'আমরা এত শক্তিশালী একটি দল থাকতেও যদি ইউসুফকে বাঘে খেতে পারে, তাহলে আমরা থেকে লাভ কী?' অবশেষে ভাইদের পীড়াপীড়িতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম রাজি হন।

ভাইয়েরা শিশু ইউসুফকে নিয়ে দূরের এক কূপের কাছে চলে যায়। নিষ্পাপ একটি শিশুকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে এই পাষণ্ডগুলোর অন্তরে একটুও দয়া হয়নি। তারপর ইউসুফের জামাটিতে রক্ত লাগিয়ে সন্ধ্যায় পিতার নিকট ফিরে আসে তারা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'বাবা, আমরা ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম। এই সুযোগে এক বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। এই দেখুন, তার রক্তমাখা জামা!' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম অন্তরে খুব চোট পান। কলিজার টুকরো সন্তানকে হারিয়ে তিনি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলেরা তাঁর সঙ্গে মিথ্যা বলছে। বাঘে খেলে তো জামা ছিঁড়ে যাওয়ার কথা। শিকারের শরীর থেকে বাঘ কখনো এভাবে অক্ষত জামা খুলে নিতে পারে না। কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না। তিনি শুধু বলেন, 'তোমরা মিথ্যা বলছ, এমন কিছুই ঘটেনি। তোমরা আমাকে শোনানোর জন্য একটি গল্প ফেঁদেছ মাত্র।' তিনি সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সোপর্দ করেন এবং সবর করার সিদ্ধান্ত নেন।

অসহায় ইউসুফ অন্ধকার কূপে বসে ছিলেন। এই সময় একটি বাণিজ্য-কাফেলা কূপের পাশ দিয়ে মিসর যাচ্ছিল। তারা পানি তোলার জন্য কূপে বালতি ফেলে। বালতিতে উঠে আসেন শিশু ইউসুফ। কাফেলার লোকেরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। আরে! এ যে ফুটফুটে এক শিশু। একে তো আমরা মিসরের বাজারে বিক্রি করতে পারব। বিনা পুঁজিতে বিনা পরিশ্রমে কয়েকটি দিরহাম লাভ করতে পারলেও মন্দ কী!

কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে মিসরের বাজারে বিক্রি করে দেয়। তাঁকে ক্রয় করে মিসরের রাজা। কূপ থেকে একেবারে রাজপ্রাসাদে গিয়ে ওঠেন তিনি। এখানে শুরু হয় তাঁর এক নতুন জীবন। রাজা তাঁকে থাকার সুব্যবস্থা করে দেয়। ধীরে ধীরে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেন তিনি। তারপর একসময় ভোরের রুপালি আলোর মতো তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর মুখাবয়বে ফুটে ওঠে যৌবনের দীপ্তি। রাজার স্ত্রী ইউসুফের রূপ-সৌন্দর্যে ভীষণ প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। সে তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে সুযোগ বুঝে একদিন তাঁকে রাজপ্রাসাদের এক নির্জন কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর সঙ্গে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে তাঁকে প্ররোচিত করতে শুরু করে। পরিশুদ্ধচিত্তের এই তরুণকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুন্দরী নারীর এই মারাত্মক ছলনার জাল থেকে হিফাজত করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আপনার স্বামী আমার মনিব। তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করেছেন। আমি তার সঙ্গে গাদ্দারি করতে পারি না।' তারপর পড়িমড়ি করে দরোজার দিকে ছুটে যান। তাড়নাকাতর ক্ষুব্ধ নারীটি পেছন থেকে তাঁর জামা ধরে ফেলে। হেঁচকা টানে ইউসুফের জামার পেছনের একটি অংশ ছিঁড়ে যায়। দরোজার কাছে গিয়েই তারা মুখোমুখি হয় স্বয়ং মিসর-সম্রাটের—নারীটির স্বামীর। নিজেকে বাঁচাতে নারীটি আশ্রয় নেয় মারাত্মক ধূর্তামির। উল্টো ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে ফাঁসিয়ে দিতে সে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'যে লোকটি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কুকর্ম করতে উদ্যত হয়েছে, তার কী শাস্তি হতে পারে? তাকে হয়, কারাগারে নিক্ষেপ করুন, নয় অন্য কোনো কঠিন শাস্তি দিন!' ইউসুফ আলাইহিস সালাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'সে-ই আমাকে ফুসলিয়েছে।'

নারীটির জনৈক আত্মীয় ফায়সালা দেয়, 'যদি জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে নারীর দোষ, পুরুষটি সত্যবাদী আর যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তবে পুরুষের দোষ, নারীটি সত্যবাদী। দেখা গেল, ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছেঁড়া। এখান থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ হওয়ার একটি আলামত পাওয়া যায়।

এদিকে শহরের নারীদের মাঝে কানাঘুষা শুরু হয়, রাজার স্ত্রী সামান্য এক কর্মচারীর প্রেমে পড়েছে! এ নিয়ে নারীমহলে ব্যাপক সমালোচনা চলতে থাকে। এই খবর রাজার স্ত্রীর কানে এলে, সে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা ফাঁদ পাতার কৌশল গ্রহণ করে। সমালোচনাকারী নারীদের সে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করে। নাশতা হিসেবে সবার সামনে ফলমূল পরিবেশন করে এবং প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দেয়। ভোজনপর্বের শুরুতে সবাই ছুরি দিয়ে ফল কাটতে যাবে এই মুহূর্তে সে ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে বলে। ইউসুফের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে নারীরা সম্বিত হারিয়ে ফেলে। ইউসুফের দিকে তাকাতে গিয়ে তারা ফল কাটতে গিয়ে হাতও কেটে ফেলে। সবার হাত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে ওঠে, 'সুবহানাল্লাহ! এ তো মানুষ নয়, কোনো মহিমান্বিত ফেরেশতা!' রাজার স্ত্রী তাদের বলে, 'তোমরা একে নিয়েই আমার সমালোচনা করেছিলে। আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।' একই সঙ্গে সে ইউসুফকেও ধমকি দেয়—যদি সে তার সঙ্গে একান্তে মিলিত হতে রাজি না হয়, তবে তাকে জেলে পুরেই সে দম নেবে এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে।

অবস্থা বেগতিক দেখে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন; তাঁর কাছে নারীর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'হে আমার রব, এই নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে আমার কাছে কারাজীবনই প্রিয়; আপনি আমাকে এই ফিতনা থেকে উদ্ধার না করলে আমি নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব।' অবশেষে তাঁকে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগারে গিয়ে যেন স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে পান। সেখানে তাঁর সঙ্গে আরও দুজন বন্দী ছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের উন্নত চরিত্র ও পূতপবিত্র ব্যক্তিত্ব দেখে তারা খুবই মুগ্ধ হয়। তিনি তাদের

তাওহিদের দাওয়াত দেন। শিরক পরিত্যাগ করে পরাক্রমশালী এক আল্লাহর ইবাদত করার সবক দেন।

একদিন কারাগারের দুই সঙ্গী তাঁকে স্বপ্নের তাবির জিজ্ঞেস করে। একজন বলে, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথায় রুটি বহন করছি আর সেখান থেকে পাখিরা ঠুকরে খাচ্ছে।' দ্বিতীয় জন বলে, 'আমি দেখেছি, আমি আঙুর নিংড়ে মদ বানাচ্ছি।' ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'স্বপ্নদুটির ব্যাখ্যা হলো, তোমাদের একজনকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে আর অপর জন মুক্তি পাবে এবং সে গিয়ে মনিবকে মদ পান করাবে। এটিই আল্লাহর ফায়সালা, এর অন্যথা হবে না।'

যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'তুমি যখন তোমার মনিব মিসর-সম্রাটের কাছে যাবে, তাকে আমার কথা বলবে।' কিন্তু অবশেষে সে যখন মুক্তি পায়, সম্রাটের কাছে ইউসুফের কথা তুলতে ভুলে যায়। তাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরও কিছু দিন কারাগারে কাটাতে হয়।

একদিন মিসরের রাজা আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখে—সাতটি মোটা গরু অপর সাতটি চিকন গরুকে গিলে খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ অপর সাতটি শুষ্ক শীষকে গিলে খাচ্ছে। এই কাণ্ড দেখে রাজা ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে। দরবারের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তারা বলে, এটি অর্থহীন স্বপ্ন, এর তাবির আমরা জানি না। এমন সময় মুক্তিপ্রাপ্ত সাথিটির মনে পড়ে যায় ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা। সে বলে, 'কারাগারে এক সম্মানিত ব্যক্তি আছেন, তিনিই পারবেন এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে।' রাজার অনুমতি নিয়ে সে কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তিনি বলেন, 'এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তোমরা লাগাতার সাত বছর চাষ করবে; এ সময়ে তোমরা যে শস্য কেটে আনবে, তার মধ্যে তোমাদের খাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ ছাড়া বাকিটা সঞ্চয় করে রাখবে। এর পর আসবে কঠিন সাতটি বছর, চারদিকে শুরু হবে দুর্ভিক্ষ। ফল-ফসল কিছুই উৎপাদিত হবে না। এই সাত বছর তোমরা পূর্বের সঞ্চয়কৃত খাদ্যশস্য খাবে। অবশ্য বীজের জন্য কিছু রাখবে।'

এই তাবির শুনে রাজা খুবই সন্তুষ্ট হয়। সে ইউসুফকে নিজের একান্ত সহচর ও পরামর্শদাতা হিসেবে পেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে কারাগার থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানান। পরে রাজার স্ত্রী স্বীকার করে, সে-ই ইউসুফকে ফুসলিয়েছিল। ইউসুফ নির্দোষ। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন এবং মিসরের ধনভান্ডারের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম টানা সাত বছর ধরে পুরো দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন, ফসল-উৎপাদন-ব্যবস্থা তদারকি করেন, আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। অবশেষে সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ এসে হানা দেয়। মানুষ দলে দলে রাজকোষাগার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য ভিড় জমাতে থাকে। অন্য সবার সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরাও মিসরে আসে খাদ্যশস্য সংগ্রহের আশায়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখেই তাদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তারা সিংহাসনে বসা ইউসুফকে চিনতে পারেনি। তারা নিজেদেরকে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান বলে পরিচয় দেয়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের খুব খাতির করেন; প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করেন। তারপর তাদের বলেন, 'তোমরা যদি সত্যিই ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা তোমাদের ভাই বিনয়ামিনকেও আগামীবার নিয়ে আসবে, যাতে প্রমাণ হয়, তোমরা মিথ্যা বলনি। আর মনে রেখো, ভাইকে ছাড়া এলে তোমাদের জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হবে না। তাই ভাইকে ছাড়া দ্বিতীয়বার এসো না।' তাদের দ্বিতীয়বার আসার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে তিনি আরও একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কর্মচারীদের বলেন, 'খাদ্যশস্যের মূল্যবাবদ তারা যে দিরহামগুলো এনেছে, সেগুলো তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও। যাতে মূল্যের অভাবে তাদের দ্বিতীয়বার আসতে কোনো অসুবিধা না হয়।'

ভাইয়েরা ঘরে ফিরে গিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তা খুলে দেখে, পুরো দাম তাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা খুবই খুশি হয়। পিতা ইয়াকুবকে বলে, 'বাবা, রাজা বলেছে, আমরা যদি ভাই বিনয়ামিনকে নিয়ে না যাই, তাহলে তারা আর আমাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে না। তাই আগামীবার যাওয়ার সময়

বিনয়ামিনকেও আমাদের সঙ্গে পাঠাতে হবে। আমরা তাকে দেখেশুনে রাখব।' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, 'ইউসুফকে যেভাবে দেখেশুনে রেখেছিলে, সেভাবেই রাখবে?' সন্তানদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি বিনয়ামিনকে তাদের সঙ্গে পাঠাতে রাজি হন। তবে তার আগে তিনি তাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কসম নেন, যেকোনো মূল্যে তারা বিনয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবে। ছেলেরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে এবং বিনয়ামিনকে নিয়ে মিসর রওয়ানা হয়। তিনি তাদের নসিহত করেন, 'সবাই এক ফটক দিয়ে প্রবেশ কোরো না। ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে, যাতে তোমাদেরকে সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতিকারী বলে কেউ সন্দেহ না করে।'

অবশেষে তারা মিসর পৌঁছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সহোদর বিনয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য একটি কৌশল করেন। বিনয়ামিনের মালপত্রের বস্তায় শাহি পানপাত্রটি রেখে দেন। এদিকে রাজার কর্মচারীরা ঘোষণা করে— শাহি পানপাত্র হারিয়ে গেছে, যে খুঁজে দিতে পারবে, তাকে এক উটবোঝাই খাদ্যশস্য দেওয়া হবে। তারপর তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'থামো তোমরা! তোমরাই চুরি করেছ।' ভাইয়েরা বলে, 'দেখুন, আমরা এখানে দুষ্কৃতি করতে আসিনি।' কর্মচারীরা তাদের পাল্টা প্রশ্ন করে, 'যদি তোমাদের কারও কাছে শাহি পানপাত্র পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে?' ভাইয়েরা বলে, 'তাহলে যার কাছে পাওয়া যাবে, তাকে তোমরা দাস বানিয়ে নেবে। আমাদের আইনে এটিই চুরির শাস্তি।' তল্লাশি শুরু হয় অন্য ভাইদের মালপত্র থেকে। অবশেষে বিনয়ামিনের বস্তা থেকে পানপাত্রটি বের হয়। ফলে বিনয়ামিনকে রাজার কর্মচারীরা রেখে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ভাইয়েরা চিন্তায় পড়ে যায়। তারা বুঝে উঠতে পারে না এখন কী করবে! বাবাকে গিয়েই বা কী জবাব দেবে। তারা রাজাকে অনুরোধ করে, বিনয়ামিনের বদলে যেন তাদের একজনকে রেখে দেওয়া হয়। কারণ বিনয়ামিনের বৃদ্ধ পিতা তাকে না পেলে খুবই মর্মাহত হবেন। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া তো জুলুম। আমরা তো জালিম হতে পারি না।' তাদের মধ্যে যে বড় সে বলে, 'আমি এই মিসর থেকে যাব না, যতক্ষণ না আমার বাবা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ ভিন্ন কোনো ফায়সালা করেন। আমি তাঁকে মুখ দেখাতে পারব না।'

ভাইয়েরা পিতার কাছে এলে তিনি অস্থির হয়ে জানতে চান, 'বিনয়ামিন কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?' তারা বলে, 'আপনার ছেলে চুরি করেছে। রাজার লোকেরা তাকে রেখে দিয়েছে।' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তারা বলে, 'বিশ্বাস না হলে আপনি কাফেলার অন্য সবার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

এই ঘটনায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন। ইউসুফের শোক তাঁর হৃদয়ে নতুনভাবে তাজা হয়ে ওঠে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং সবর করার সিদ্ধান্ত নেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ সাদা হয়ে যায়। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তবুও এই আশা প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ তাকে একদিন উভয় সন্তানকেই ফিরিয়ে দেবেন। তিনি সন্তানদের পুনরায় মিসর পাঠান, হারানো ভাইদের তালাশ করতে বলেন।

ভাইয়েরা খাদ্যশস্যের জন্য পুনরায় মিসর যায়। তারা তাদের চরম অভাব ও দারিদ্র্যের কথা তুলে ধরে রাজার কাছে বিনীতভাবে সাহায্য চায়। এবার ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের বলেন, 'তোমাদের মনে আছে, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলে?' ভাইয়েরা হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে। বিস্ফোরিত নেত্রে তারা রাজার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'তাহলে আপনিই কি ইউসুফ?' তিনি বলেন, 'হাঁ, আমিই ইউসুফ আর ও আমার ভাই বিনয়ামিন। আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' ভাইয়েরা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন আর আমরা সত্যিই অপরাধী ছিলাম।' ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। তোমরা এই জামাটি নিয়ে বাবার কাছে যাও; এটি তাঁর চোখে লাগালে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর বাবা-মা ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে তোমরা আমার কাছে চলে এসো।'

অবশেষে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে মিসর রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি বলেন, 'আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামাটি তাঁর চোখে রাখা হলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। তিনি সন্তানদের বলেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আল্লাহর

কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।' তখন সব ভাইয়েরা পিতার কাছে ক্ষমা চান। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।'

ইউসুফ আলাইহিস সালাম পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করেন। তাদেরকে উঁচু আসনে বসান। তারপর বাবা-মা ও ১১ ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্মানে তাঁকে সিজদা করেন।[১২] এই দৃশ্য দেখে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, 'বাবা, এটি তো তোমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের তাবির।'

---

১২. ইমাম জাসসাস ﵀ তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী নবিগণের শরিয়তে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা করা বৈধ ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তে তা রহিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্যই সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম নাজিল হোক মুহাম্মাদ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতের ওপর।

আপনার হাতের বইটি সুরা ইউসুফের আয়াতসমূহ নিয়ে কিছু কুরআনি ভাবনার সম্মিলিত রূপ। দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের এই মেহনতকে কবুল করেন এবং লেখক ও পাঠক উভয়কেই উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন।

سورة يوسف

প্রিয় পাঠক,

'সুরা ইউসুফ' ইলম ও হিকমত আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক মনোমুগ্ধকর বাগান। প্রতিটি আয়াত যেন একেকটি গাছ। শাখায় শাখায় ফুটে আছে রাশি রাশি বাহারি ফুল। কত রূপ, কত শোভা, কত সৌরভ, কত মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছে এখানে। আপনাকেও স্বাগত সুরা ইউসুফের এই বাগানে...

প্রথম রুকু

শিশু ইউসুফের স্বপ্ন—ইতিহাসের স্নিগ্ধ সকাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ①

'আলিফ-লাম-রা; ওইগুলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১)

❋ ﴿الٓر﴾ : 'আলিফ-লাম-রা' এই ধরনের হরফগুলোতে রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সুমহান শিক্ষা। এই বর্ণগুলোকে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআহ'[১৩] বলা হয়। এগুলোর অর্থ আমরা জানি না। তবুও আমরা বিশ্বাস করি, এগুলো আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহ তাআলা এগুলোর অর্থ জানেন। এই বর্ণগুলোর তিলাওয়াত এবং হিফজের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। এমনকি এই হরফগুলোকে কেউ অস্বীকার করলে, এগুলোকে নিয়ে উপহাস করলে কিংবা এগুলোর মর্যাদায় কোনো ধরনের কমতি করলে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন...!

---

১৩. অনেক সুরার শুরুতে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআহ' আছে। সুরা বাকারা, আলি ইমরান, আনকাবুত, রুম, লুকমান ও সাজদার শুরুতে আছে (الٓمٓ); সুরা আরাফের শুরুতে আছে (الٓمٓصٓ); সুরা ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, ইবরাহিম ও হিজরের শুরুতে আছে (الٓر); সুরা রাদের শুরুতে আছে (الٓمٓر); সুরা মারইয়ামের শুরুতে আছে (كٓهيعٓصٓ); সুরা তহার শুরুতে আছে (طه); সুরা শুআরা ও কাসাসের শুরুতে আছে (طسٓمٓ); সুরা নামলের শুরুতে আছে (طسٓ); সুরা ইয়াসিনের শুরুতে আছে (يسٓ); সুরা সাদের শুরুতে আছে (صٓ); সুরা গাফির, ফুসসিলাত, জুখরুফ, দুখান, জাসিয়া ও আহকাফের শুরুতে আছে (حمٓ); সুরা শুরার শুরুতে আছে (حمٓ عٓسٓقٓ); সুরা কাফের শুরুতে আছে (قٓ); সুরা কালামের শুরুতে আছে (نٓ)

❁ ﴿تِلْكَ﴾ : আয়াতগুলো আপনার সামনেই, আপনি হাতে ধরে আছেন, তবুও কেন বলা হচ্ছে, 'ওইগুলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত'?—যেন আয়াতগুলো আপনার থেকে দূরে কোথাও আছে! এখানে তো বলার কথা : 'এইগুলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত।'[১৪] কারণ, আয়াতগুলো আপনার কাছে হলেও এগুলোর মর্যাদা অনেক উঁচু, এগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য অনেক উন্নত এবং এগুলোর শান ও মান অনেক বুলন্দ—এই উপলব্ধিটুকু আপনার হৃদয়ে সঞ্চারিত করার জন্য বলা হয়েছে, 'ওইগুলো।'

❁ ﴿ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ : কুরআনুল কারিম সুস্পষ্ট একটি কিতাব। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই, যেটি সংশয়, দুর্বোধ্যতা, অসংগতি ও বৈপরীত্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

❁ ❁ ❁

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٢

'আমি এটিকে আরবি কুরআনরূপে নাজিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২)

❁ ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا﴾ : আল্লাহ তাআলা এটিকে আরবি কুরআনরূপে নাজিল করেছেন। তাই কুরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহের এমন তাফসির করা যাবে না, যেটি আরবদের ভাষা থেকে শাব্দিক বা পারিভাষিকভাবে বোধগম্য নয় কিংবা আরবদের বাকরীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

❁ ﴿لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ : যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করল, কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হলো না, তার এলোমেলো চিন্তাগুলো বিন্যস্ত হলো না, অস্থির ভাবনাগুলো সংহত হলো না, তার প্রত্যয় ও প্রত্যাশাগুলো তার আদর্শ ও মূলনীতির সঙ্গে খাপ খেল না—সে আসলে কুরআন তিলাওয়াতই করেনি!

---

১৪. কাছের বস্তুর দিকে ইশারা করে আমরা বলি, 'এইগুলো' আর দূরের বস্তুর দিকে ইশারা করে আমরা বলি, 'ওইগুলো।'

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٣﴾

'ওহির মাধ্যমে এই কুরআন নাজিল করে আমি আপনাকে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি; অন্যথায় এর পূর্বে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩)

❁ ﴿نَحْنُ نَقُصُّ﴾ : আল্লাহ তাআলা কাহিনি বর্ণনা করছেন! অনেক আলিম তাদের বক্তব্য কিংবা রচনায় শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করতে সংকোচ বোধ করেন। তারা মনে করেন, এতে রচনা বা আলোচনার ইলমি ভার কমে যায় এবং তাদের গবেষকসুলভ গাম্ভীর্য ও ভারিক্কি ধরে রাখা যায় না।

❦ ❦ ❦

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ ﴿٤﴾

'যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "বাবা, আমি ১১টি তারা এবং সূর্য ও চাঁদ দেখেছি। দেখেছি, তারা আমাকে সিজদা করছে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪)

❁ ﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ﴾ : আপনার সন্তানদের সঙ্গে আস্থা, স্নেহ ও ভালোবাসার সুনিবিড় বন্ধন গড়ে তুলুন; যাতে তারা তাদের চিন্তাভাবনাগুলো আপনাকেই খুলে বলে; হৃদয়ের কামনাবাসনাগুলো আপনার কাছেই তুলে ধরে এবং মনের দুঃখ ও ব্যথাগুলো আপনার সঙ্গেই ভাগাভাগি করে।

❁ ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাকে বলেছেন, 'আমি ১১টি তারা দেখেছি; তবে এভাবে বলেননি, আমি স্বপ্নে দেখেছি। কারণ কথার ভাব ও প্রসঙ্গ থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। আপনার কথার মেদ-ভুঁড়ি কমান। বক্তব্যের যে বিষয়গুলো শ্রোতা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নেবে সেগুলো বাদ দিন। তবে আলোচনার প্রসঙ্গ যদি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর হয় তো ভিন্ন কথা। কারণ সে

ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে বক্তব্য পেশ করা এবং কথার অস্পষ্ট দিকগুলো স্পষ্ট করা জরুরি। যেমন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন স্বপ্নে দেখলেন তিনি আপন ছেলে ইসমাইলকে জবেহ করছেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন :

قَالَ يَـٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ

'ইবরাহিম বললেন, "প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কী বলো।"'[১৫]

এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে স্বপ্নে দেখার কথা উল্লেখ করেছেন; কারণ এটি একজন পিতার তার সন্তানকে জবাই করার মতো স্পর্শকাতর বিষয়!

❋ ﴿يَـٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيۡتُ﴾ 'বাবা, আমি স্বপ্নে দেখেছি' এবং ﴿يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَـٰيَ مِن قَبۡلُ﴾ 'বাবা, পূর্বে আমি এই স্বপ্নই তো দেখেছিলাম'[১৬]—এই দুইয়ের মাঝখানে ঘটে গেছে বিশাল ইতিহাস : দুঃখভরা গল্প, বেদনাবিধুর কাহিনি; একের পর এক পরীক্ষা আর পর্বতসম ধৈর্যের লোমহর্ষক উপাখ্যান।

❋ ❋ ❋

قَالَ يَـٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَـٰنَ لِلۡإِنسَـٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ۝٥

'তিনি বললেন, "পুত্র আমার, তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বোলো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫)

❋ ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেবল তখনই ﴿يَا أَبَتِ﴾ 'আমার প্রিয় আব্বু' বলে সম্বোধন করতে শিখেছিলেন, যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁকে ﴿يَا بُنَيَّ﴾ 'আমার প্রিয় সন্তান' বলে ডেকেছিলেন। আপনি যদি

---

১৫. সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১০২।
১৬. এই আয়াতটি সামনে আসবে।

চান, আপনার সন্তান আপনাকে মধুর শব্দে সম্বোধন করুক, তবে প্রথমে আপনিই তাকে মধুর শব্দে ডাকুন, মার্জিত ভাষায় তাকে সম্বোধন করুন।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ﴾ : আপনার শিশুকে ভালোবাসুন; তার প্রিয় হয়ে উঠুন; তাকে 'আমার আদরের সন্তান' বলে মধুর স্বরে সম্বোধন করুন। শৈশবেই তার হৃদয়ের জমিতে গেঁড়ে দিন স্নেহ ও ভালোবাসার সম্ভাবনাময় বীজ; যৌবনে এই বীজ আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সদ্ব্যবহারের বটবৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : আপনি যদি চান আপনার বিরুদ্ধে হিংসুকদের অন্তরে দাউদাউ করে বিদ্বেষের আগুন জ্বলে না উঠুক, তবে আপনার সাফল্য ও সম্ভাবনাগুলো তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখুন।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : 'সন্তানদের কল্যাণে মা-বাবার বিচক্ষণতার কোনো তুলনা হয় না। তারা সন্তানদের ক্ষেত্রে এমন কিছু বুঝতে পারেন, যা অন্যদের কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর জন্য প্রতিটি স্বপ্নেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুলে বলা জরুরি নয়। কোনো কোনো স্বপ্নের ক্ষেত্রে কেবল প্রাথমিক ধারণা দেওয়াই যথেষ্ট।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : শিশুদেরকে আপনি যা বলতে চান, সহজ ভাষায় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলুন। যদি কোনো শিশুকে আরও বেশি বুঝিয়ে বলতে হয়, তবে আরও সহজভাবে বোঝান। শব্দের প্যাঁচগুলো খুলে দিন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ﴿لَا تَقُصَّ﴾ শব্দের ইদগামকে ভেঙে বলেছেন ﴿لَا تَقْصُصْ﴾, যাতে শিশু ইউসুফের বুঝতে অসুবিধা না হয়!

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : এক ভাইকে অপর ভাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক করা কিংবা এক প্রতিবেশীকে অপর প্রতিবেশী সম্বন্ধে সাবধান করায় দোষের কিছু নেই—যদি আপনি নিশ্চিত

হয়ে যান যে, সতর্ক না করলে সে ভাই বা প্রতিবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে মনে রাখবেন, আপনাকে সাবধান করতে হবে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : আপনি দেখবেন, অন্যদের চেয়ে আত্মীয় বা বন্ধুরাই আপনার প্রতি হিংসায় অধিক জ্বলে উঠছে।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : স্বপ্নের কথা কিংবা আশ্চর্য কোনো ঘটনার কথা অন্যকে জানানো মানুষের অনেক প্রাচীন স্বভাব। প্রজন্মান্তরে তারা এই স্বভাব লালন করে আসছে। শরিয়াহ এসে এই স্বভাবকে মার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে মাত্র।

❁ ﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾ : অনেক দুর্বল অন্তর এমন আছে, কেবল স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কথা শুনেও তারা সহ্য করতে পারে না—হিংসায় কাতর হয়ে পড়ে।

❁ গল্পের শুরুতে আছে ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ 'নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' আর গল্পের শেষে আছে ﴿مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتِيٓۚ﴾ 'শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টির পর'—এখান থেকে বোঝা গেল শয়তান মানুষের কল্যাণের পথে সবচেয়ে বড় হুমকি।

❁ ❁ ❁

وَكَذَٰلِكَ يَجۡتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦

'এভাবেই তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন, তোমাকে সকল কথার ব্যাখ্যা[17] শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের

১৭. স্বপ্নের তাবিরও এর অন্তর্ভুক্ত।

পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি পূর্বে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার দুই পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬)

❁ ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ : যখন আপনার রব আপনাকে কবুল করে নেবেন, তখন চক্রান্তের ঝড়ো হাওয়া আপনাকে টলাতে পারবে না; হিংসুকদের পরিকল্পনা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতায় পর্যবসিত হবে, কারাগারের অন্ধকারও আপনার চোখে ঝলমলে আলো হয়ে ধরা দেবে।

❁ ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ : শিশুর দেখা মহান ও মুবারক স্বপ্নের মাঝে কখনো এমন একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যেটি তাকে ভবিষ্যতে স্বপ্নের সঙ্গে জুড়ে দেয়। যেমন : আলোচ্য ঘটনায় ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী হওয়া।

❁ ﴿ٱلْأَحَادِيثِ﴾ : স্বপ্নের কথা বলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই আলোচ্য আয়াতে স্বপ্নকে ﴿اَلْحَدِيْثُ﴾ বা 'কথা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই মানুষের স্বভাবের বিরোধিতা করবেন না—যতক্ষণ সে সীমালঙ্ঘন না করে।

❁ ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ﴾ : আপনি আল্লাহর কাছে নিয়ামত চান। তিনি যদি আপনাকে নিয়ামত দান করেন, তবে নিয়ামতের পূর্ণতার জন্য দোয়া করুন। পরিপূর্ণ নিয়ামতপ্রাপ্তি আপনার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হতে পারে।

❁ ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ﴾ : একজন আবিদ আল্লাহর কাছে কেবল নিয়ামত চায়; পক্ষান্তরে একজন আলিম নিয়ামত তো চায়ই সেই সঙ্গে নিয়ামতের পূর্ণতার জন্যও দোয়া করে।

দ্বিতীয় রুকু

কূপবন্দী ইউসুফ—মিসরের পথে যাত্রা

۞لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ۝٧

'ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭)

❋ ﴿آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ : আমার ধারণা, যদি তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া মানুষের সব বৈশিষ্ট্যই নাই হয়ে যেত, তবে এই তিনটি সিফাতের মধ্যে একটি হতো : পরস্পরকে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্ন করার লোভ।

❋ ﴿وَإِخْوَتِهِۦٓ﴾ : আপনার ভাইকে কষ্ট দেবেন না। কেননা, আপনি তাকে যতই কষ্ট দিন, সে আপনার ভাই-ই থাকবে—পর হয়ে যাবে না।

❋ ﴿وَإِخْوَتِهِۦٓ﴾ : যে কষ্টটি আপনার হৃদয়ের গভীরে জেগে থাকবে, সেটি হলো আপনার ভাইয়ের দেওয়া কষ্ট। কারণ আপনি মনে করতেন, আপনার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কেবল শান্তি ও নিরাপত্তাই লাভ করবেন।

❋ ﴿وَإِخْوَتِهِۦٓ﴾ : ভাই যদি জালিম হয়, তবে একটি বড় সমস্যা হলো, সে যতই জুলুম করুক, আপনাদের মাঝে যতই দূরত্ব সৃষ্টি হোক, শেষ পর্যন্ত সে ভাই-ই থেকে যায়। তার জুলুমের দৃশ্য রাতে আপনার মনোজগতে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়, তার দেওয়া কষ্টের কথা মনে পড়লে আপনার বিন্যস্ত কথাও এলোমেলো হয়ে যায়, কখনো আপনার স্মৃতির পর্দায় মূর্তিমান বেদনার রূপ ধরে জেগে থাকে তার অন্যায়কর্ম।

إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

'যখন তারা বলেছিল, "ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের বাবার কাছে আমাদের চেয়েও অধিক প্রিয়[১৮]; অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল; আমাদের বাবা নিশ্চয় স্পষ্ট কোনো বিভ্রান্তিতে আছেন।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮)

❁ ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا﴾ : কে জানত পিতার এই গভীর ভালোবাসাই ইউসুফকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করবে! ভূমিকা দেখে উপসংহার বুঝতে প্রায়ই আমাদের ভুল হয়ে যায়। শুরু দেখে শেষ কী হবে, অনুমান করা আসলেই কঠিন!

❁ ﴿أَحَبُّ﴾ : সংখ্যাধিক্য দেখে আসলে আপনি কাউকে ভালোবাসেন না। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনি পরিমাণ নয়, মানই বিবেচনা করেন।

❁ ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ : মানুষের মানসিকতায় এমন একটি সমস্যা রয়েছে, যা দূর করা বড় কঠিন। এটি হলো নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত বোধ করার মনোবৃত্তি। সংখ্যাধিক্য দেখে মানুষ প্রভাবিত হয়, জনবলের প্রাচুর্য দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে, বড় দলের পক্ষে সাফাই গায় এবং তাদের অধীনে থাকতে পছন্দ করে।

❁ ঘটনার শুরুর দিকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাদের পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলে : ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ 'আমাদের বাবা নিশ্চয় স্পষ্ট কোনো বিভ্রান্তিতে আছেন।' আর শেষের দিকে এসে বলে : ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ﴾ 'আপনি তো আপনার পূর্বের বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।' তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্রস্নেহকে স্পষ্ট বিভ্রান্তি বলে অভিহিত করছে। কেউ যখন

---

১৮. সাইয়িদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ছোট ভাই বিনয়ামিন শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁদেরকে অধিক স্নেহ করতেন। এ ছাড়াও ইউসুফ আলাইহিস সালামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন; তাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতিপালনে তিনি অত্যধিক যত্নবান ছিলেন।

আপনার স্বভাবজাত ভালোবাসাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তি বলে অপবাদ দেয়, তখন বিষয়টি আসলে বড় জটিল হয়ে যায়।

* * *

ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾

'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে কোথাও ফেলে দিয়ে এসো; এতে তোমাদের বাবার মনোযোগ কেবল তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯)

❋ ﴿ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ﴾ 'ইউসুফকে হত্যা করো' এবং ﴿لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ﴾ 'ইউসুফকে হত্যা করো না'—এই প্রস্তাবদুটোর সমন্বয়ে গৃহীত হয় নিষ্ঠুরতম এক সিদ্ধান্ত : কেড়ে নেওয়া হয় একজন নিষ্পাপ শিশুর নির্মল শৈশব, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষের হৃদয়, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একটি সুখী পরিবারের সুখস্বপ্ন।

❋ ﴿ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ﴾ 'ইউসুফকে হত্যা করো' এবং ﴿لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ﴾ 'ইউসুফকে হত্যা করো না'—এই প্রস্তাবগুলো যখন দেওয়া হচ্ছিল, তখন শিশু ইউসুফ দূরে কোথাও তাঁর নির্মল শৈশবের মাঝেই ডুবে ছিলেন; তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি তাঁর নিষ্কলুষ শৈশবকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নীলনকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

❋ ﴿يَخْلُ﴾ : একচেটিয়া ভোগ করার মনোবৃত্তি ও শরিকবিহীন একচ্ছত্র মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মারাত্মক মানসিক ব্যাধিগুলোর অন্যতম। এই রোগের কারণে অধিকাংশ মানুষ সাফল্যের পানে ছোটার পরিবর্তে সেরা হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামে, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার বদলে নিজেকে আলাদা রাখার চেষ্টা করে, জ্ঞানলাভের পরিবর্তে ক্লাসে প্রথম হওয়ার ধান্দা করে! স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মমুগ্ধতাই

আমাদেরকে এই ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। এটি অহমিকার নতুন রূপ—ভদ্রতা ও আভিজাত্যের মোড়কে মূর্তিমান অহংকার।

❁ ﴿وَتَكُونُواْ مِنۢ بَعۡدِهِۦ قَوۡمٗا صَٰلِحِينَ﴾ সামনের দিনগুলোতে ভালো হয়ে যাব, এই ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তিই অধিকাংশ গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার অন্যতম মৌলিক কারণ।

❁ ﴿وَتَكُونُواْ مِنۢ بَعۡدِهِۦ قَوۡمٗا صَٰلِحِينَ﴾ খুনের মতো এহেন জঘন্য অপকর্মের চিন্তা তাদের হৃদয়ে উদিত হতে পেরেছে, কারণ ভবিষ্যতে তাওবা করে নেওয়ার চিন্তাটি এই মহাপাপকে তাদের চোখে ছোট করে তুলেছে। সাবধান! নফস ও শয়তান গুনাহকে আপনার সামনে সহজ, সুন্দর ও পরিপাটি করে পেশ করবে; আপনি যেন ভুলেও তাদের টোপ না গিলেন...

❦ ❦ ❦

قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ لَا تَقۡتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلۡجُبِّ يَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾

'তাদের একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে মেরে ফেলো না; যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোনো কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো, কোনো কাফেলার লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০)

❁ ﴿قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ﴾ : আল্লাহ যখন আপনার অন্তরের শুদ্ধতা সম্পর্কে জানেন, মানুষ আপনার নাম না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই।

❁ ﴿قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ لَا تَقۡتُلُواْ يُوسُفَ﴾ : যতটুকু সম্ভব গুনাহ ও অপরাধকে হালকা করুন।[১৯]

---

১৯. সেই ভাইটি হয়তো ইউসুফকে অন্যান্য ভাইদের চক্রান্ত থেকে বাঁচাতে পারেনি, অন্তত তাকে হত্যা করা থেকে তো বিরত রেখেছে!

❁ ﴿لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ﴾ : বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, এখানে হত্যা না করাই দয়া ও রহমত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, উপস্থিত অধিকাংশ ভাই-ই অনেক দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ; কারণ তারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা শাস্তি দিতে রাজি হয়েছে!!![২০]

❁ ﴿لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ﴾ : সহানুভূতি ও সহৃদয়তা সব সময় ইউসুফকে ঘিরে ছিল। ভাইদের সম্মিলিত চক্রান্তের মাঝেও আওয়াজ উঠল : ﴿لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ﴾ 'ইউসুফকে হত্যা করো না'; কূপের গভীরেও তাঁর কানে গুঞ্জরিত হলো : ﴿يَٰبُشْرَىٰ﴾ 'কী সুখবর!'; মিসরের রাজপ্রাসাদে পা দিতেই শুনতে পেলেন : ﴿أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ﴾ 'ওর থাকার জন্য সম্মানজনক ব্যবস্থা করো'; আজিজের ঘরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই একজন সাক্ষ্য দিল : ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ 'যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলাটি মিথ্যা বলেছে, পুরুষটি সত্যবাদী'; জেলজীবনের শেষদিন অপরাধী নিজেই স্বীকার করল : ﴿أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ 'আমিই তাঁকে ফুসলিয়েছিলাম। আর নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী।' কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে তাঁর কাছে রাজার বার্তা এল : ﴿ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾ 'ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো; আমি তাঁকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব।'

❁ ﴿وَأَلْقُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ﴾ যে ভাইটি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হত্যা করার বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে একটি কূপে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, তার ভাষা দেখুন—সে বলেছিল, 'তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করো।' সে বলেনি, 'তাকে কূপে নিক্ষেপ করো।' দলের অন্যদের রূঢ়তা ও বর্বরতা আপনাকেও কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য করবে; যাতে আপনার মানসিকতাও যে তাদের মতো এই বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়; নতুবা তারা আপনার প্রস্তাব মানবে না, বরং আপনাকে তাদের বিরোধী ঠাওরে বসবে।

---

২০. তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভালো-মন্দ নির্ণয় করার এই সূত্র বড়ই জঘন্য! অনেকে তো এই পদ্ধতিতে হক-বাতিল পর্যন্ত নির্ণয় করে ফেলেন।

❀ ❀ ❀

قَالُواْ يَـٰٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَ۬نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ ﴿١١﴾

'তারা বলল, "হে আমাদের পিতা, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন না কেন, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী?"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১১)

❀ ﴿يَـٰٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَ۬نَّا﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা খিয়ানতের সীমানায় পা রেখে প্রথমেই পিতার সঙ্গে যে প্রসঙ্গটি পাড়ল, তা হলো আমানতের প্রসঙ্গ! খেয়াল করুন, আপনার দুশমন প্রথম কোন প্রসঙ্গটা আলোচনা করে—সেটিই হলো আসল টোপ, যেটি সে আপনাকে গেলাতে চায়।

❀ ﴿يَـٰٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَ۬نَّا﴾ : সন্তান হয়তো জানে না, তার সব চক্রান্ত বাবার কাছে স্পষ্ট, তার দৃষ্টিভঙ্গি বাবার ভালোই জানা, এমনকি তার বুকের ধুকপুকানিও বাবা আঁচ করতে পারেন।

❀ ﴿مَالَكَ لَا تَأْمَ۬نَّا﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন তাদের পিতার হৃদয়ে প্রবল আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তারা ব্যবহার করল 'বিশ্বাস' ও 'আমানত'-এর মতো শব্দ। অন্যদের শব্দচয়ন ও বক্তব্যের ধরন ভালোভাবে খেয়াল করুন। এতে অনেক সময় তাদের চিন্তাভাবনার জলছাপ পাওয়া যায়।

❀ ﴿مَالَكَ لَا تَأْمَ۬نَّا﴾ : যে আপনাকে বলে, 'তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করো না', তার আমানতদারিতার ব্যাপারে সন্দেহ করুন। যে বলে, 'তুমি আমাকে কেন সত্যবাদী মনে করো না', তার সত্যবাদিতার ব্যাপারে সন্দেহ করুন। যে বলে, 'তুমি কেন আমার ওপর নির্ভর করো না', তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে সন্দেহ করুন।

❀ ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে তুলে ধরেছিল; কারণ তারা জানত, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী

কখনো অন্যকে কষ্ট দেয় না। আপনার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী যারা, তাদের কাছে থাকুন। কারণ তাদের কাছেই আপনি নিরাপদ।

❀ ❀ ❀

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿١٢﴾

'আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, সে আনন্দ করবে, খেলাধুলা করবে। আর তার দেখাশোনার জন্য আমরা তো আছিই।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১২)

❀ ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا﴾ : কেউ যদি হঠাৎ গায়ে পড়ে আপনার উপকার করতে চায়, তার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আর যদি হঠাৎ উপকার করার জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি করে, তবে তার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচুন। তার ভেতর কুমতলব থাকাই স্বাভাবিক...

❀ ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا﴾ : হিংসুক ওত পেতে থাকে, সুযোগ খুঁজে বেড়ায়; যত দ্রুত সম্ভব সে তার নীলনকশা বাস্তবায়নে তৎপর হয়।

❀ ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ : ভাইয়েরা কেবল ইউসুফকে আনন্দ দিতে চায়, তাকে খেলাধুলার সুযোগ দিতে চায়!!! একেই বলে, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

❀ ❀ ❀

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

'তিনি বললেন, "তোমরা তাকে নিয়ে গেলে তার শূন্যতা আমাকে কষ্ট দেবে এবং আমার ভয় হয়, তোমরা যখন তার ব্যাপারে বেখেয়ালে থাকবে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৩)

❀ ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ﴾ : প্রথম দফায় আপনার অন্তরে যে ভাবনার উদয় হয়, সেটিকে অগ্রাহ্য করবেন না, প্রথম ঝোঁকে আপনার

হৃদয়ে যে ধারণা তৈরি হয়, সেটিকে উড়িয়ে দেবেন না। অনেক সময় সেখানে ইলহামেরও[২১] অংশ থাকে।

❁ ﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ﴾ : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, 'তোমরা ইউসুফকে নিয়ে গেলে তার শূন্যতা আমাকে কষ্ট দেবে।' অবশেষে হলোও তা-ই। বছরের পর বছর ধরে তিনি ইউসুফের বিরহের কষ্ট ভোগ করেছেন। এমনকি কষ্টের আতিশয্যে নিজের দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছেন।

❁ ﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ : আপনার শত্রুদের হাতে তলোয়ার তুলে দেবেন না, যেটি দিয়ে তারা আপনাকেই আক্রমণ করবে। সুধারণাবশত তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করে বসবেন না।

❀ ❀ ❀

قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

'তারা বলল, "আমরা একটি শক্তিশালী দল হওয়ার পরও যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৪)

❁ এর আগেও তারা বলেছিল : ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ 'ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের বাবার কাছে আমাদের চেয়েও অধিক প্রিয়[২২]; অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল'; এখনো বলছে : ﴿لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ 'আমরা একটি শক্তিশালী দল হওয়ার পরও যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে'—দেখুন, তারা বারবার বলছে, আমরা শক্তিশালী দল, আমরা শক্তিশালী দল। মানুষ যখন সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্মতৃপ্তির রোগে ভোগে, তখন এমনই হয়।

---

২১. মুমিনের হৃদয়ে অনেক সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু ঢেলে দেওয়া হয়, এটিকে ইলহাম বলে।

২২. সাইয়িদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর ছোট ভাই বিনয়ামিন শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁদেরকে অধিক স্নেহ করতেন। এ ছাড়াও ইউসুফ আলাইহিস সালামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন; তাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতিপালনে তিনি অত্যধিক যত্নবান ছিলেন।

فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

'তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, এমন সময় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, একদিন তুমি তাদেরকে তাদের এই অপকর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৫)

❋ ﴿وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ﴾ : কূপটি যারা খনন করেছিল, তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি, এটি এক মহান নবির বন্দীশালা হবে! কত সাধারণ জায়গা কত অসাধারণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে যায়!!!

❋ ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا﴾ : বিপদে পড়লে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে : আপনার অন্তর আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও প্রভুত্বকে আরও গভীরভাবে অনুভব করতে শুরু করে। আপনার মালিকের কথা আপনার খুব মনে পড়ে।

❋ ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا﴾ : যখনই কেউ আপনার জন্য জানালা বন্ধ করে দেয়, আল্লাহ আপনার জন্য দরোজা খুলে দেন! তাই আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করুন।

❋ ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا﴾ : জীবন-নদীতে যখন বিপদের জোয়ার আসে, হতাশার প্রবল স্রোতের মাঝেও তখন ভেসে আসে সমৃদ্ধির অগণিত নৌকা। হৃদয়ে যখন নেমে আসে বেদনার পাতাঝরা বিষণ্ন মলিন শীত, আসন্ন বসন্তে সুখ ও আনন্দের পত্রপল্লবে সেজে ওঠার গোপন মহড়া শুরু হয়ে যায় প্রকৃতিতে।

❋ ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا﴾ : আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মধুর সান্নিধ্যে পুলকিত যে হৃদয়, বিপদ ও দুর্দশার ঝড়-তুফান তার কাছে কিছুই না!

❁ ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُم﴾ : মাজলুম একসময় জালিমকে বলে, 'একদিন তুমি আমার ওপর জুলুম করেছিলে, তুমি আমার ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করতে চেয়েছিলে, তুমি আমার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করেছিলে, তুমি আমার অশ্রু নিয়ে হাসি-তামাশা করেছিলে!'

❁ ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُم﴾ : ভাইয়েরা যখন ইউসুফের সমস্যা থেকে বাঁচার পরিকল্পনা করছিল, তারা কি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেছিল, তাদের চিন্তাভাবনা, শলা-পরামর্শ ও অপরাধগুলো আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর কোনো পবিত্র কিতাবে উল্লেখ করবেন?!

শিশু ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সময় তাদের মনে কি কোনোভাবে এই ভাবনা উদিত হয়েছিল, তাদের সব জারিজুরি আল্লাহ বিশ্ববাসীর সামনে চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন? আর তাদের সব ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ একটি স্বতন্ত্র সুরা নাজিল করবেন, যার নাম হবে তাদের ভাইয়ের নামে?!

❁ ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ : যে বিপদ ও লাঞ্ছনা কারও ওপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আপতিত হয়, তা গভীর ও কঠিন মর্মবেদনার কারণ হয়।

❦ ❦ ❦

وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

'সন্ধ্যায় তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাবার নিকট এল।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৬)

❁ ﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ﴾ : দুঃসংবাদ সাধারণত কালো জামা পরেই আসে!

❁ ﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ﴾ : যারা মানুষকে ঠকায়, ধোঁকা দেয়, মায়াকান্না করে, মিথ্যা অভিনয় করে, তারা সাধারণত সন্ধ্যায় উপস্থিত

হয়, যাতে সাঁঝের ম্লান আলোতে তাদের চেহারার অভিব্যক্তি পরিষ্কার বোঝা না যায়।

❁ ﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمۡ عِشَآءٗ يَبۡكُونَ﴾ : পাষাণ হৃদয়ে এক আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে; সে সত্যি সত্যি বেদনাকাতর মানুষের মতো কাঁদতে পারে—অশ্রু ঝরাতে পারে। ছলনাকারীদের ইতিহাস মনে রাখুন; চেহারা দেখেই তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন।

❁ ﴿يَبۡكُونَ﴾ : প্রতিটি মিথ্যার এবং প্রতিটি ছলনার নিজস্ব রূপ ও কাঠামো আছে।

❦ ❦ ❦

قَالُواْ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكۡنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

'তারা বলল, "বাবা, আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম; তখন বাঘে তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আমরা সত্য বললেও তো আপনি আমাদের বিশ্বাস করবেন না।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৭)

❁ এই আয়াতগুলো দেখুন : ﴿يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ﴾ 'বাবা, আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম', ﴿يَـٰٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأۡمَ۫نَّا﴾ 'বাবা, আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন না কেন?', ﴿يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلۡكَيۡلُ﴾ 'বাবা, আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে', ﴿يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ﴾ 'বাবা, আপনার ছেলে চুরি করেছে', ﴿يَـٰٓأَبَانَا مَا نَبۡغِيۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتۡ إِلَيۡنَا﴾ 'বাবা, আমরা আর কী চাইতে পারি, এই দেখুন, আমাদের পণ্যমূল্য আমাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে'—আল্লাহ তাআলা সাইয়িদুনা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে রহম করুন। কত কষ্টের কথাই না তিনি শুনেছেন। যে বিষয়টি তাঁর হৃদয়কে চূর্ণ করেছে এবং তাঁর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তা হলো এসব কঠিন সংবাদ তাঁকে শুনতে

হয়েছে ﴿يَـٰٓأَبَانَا﴾ 'হে আমাদের বাবা'-এর মতো কোমল ও ভালোবাসার সম্বোধনের পর।

❋ ﴿نَسْتَبِقُ﴾ : প্রায়ই বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে খুশি ও আনন্দঘন আবহের মাঝে! তবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনায় আসলে বিপদ ঘটেনি, ঘটানো হয়েছে।

❋ ﴿نَسْتَبِقُ﴾ : শক্তি, সাহস, ক্ষীপ্রতা ও দক্ষতায় যুবকরা তাদের সমবয়সীদের ছাড়িয়ে যেতে চায়—প্রতিটি যুগের যুবকদের এই একই চরিত্র। তাই তারা নানান ধরনের খেলা ও প্রতিযোগিতা আবিষ্কার করেছে। উদ্দেশ্য : সবার সেরা কে, শক্তিশালী কে, সাহসী কে ইত্যাদি নির্ণয় করা।

❋ ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا﴾ : আশ্চর্য ব্যাপার! গতরাতে তোমরা বলেছিলে, ইউসুফ তোমাদের সাথে গিয়ে আমোদ-ফুর্তি করবে, খেলাধুলা করবে, আজ তাকে তোমাদের মালপত্রের প্রহরী বানিয়ে তোমরা নিজেরাই আমোদ-ফুর্তি ও খেলাধুলায় মত্ত হয়ে গেলে?!

❋ ﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ : ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে!? বাঘের কথা তো তোমাদের পিতা গতকাল বলেছিলেন। আজই তোমরা মিনমিন করে বাঘের গল্প শোনাতে চলে এসেছ? মিথ্যা বড়ই সূক্ষ্ম ও নাজুক একটি ফন্দি, একজন মিথ্যুক একেবারে নিকটতম সম্ভাব্য অপশনটি বেছে নেয়, যেটির কথা মানুষের অন্তরে ছ্যাঁৎ করে উঁকি মারে।

❋ ﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ : যা-ই রটে বিশ্বাস করে বসবেন না। যদিও যা রটেছে, তা সত্য হওয়ার আলামত পাওয়া যায়। কারণ যারা গুজব রটায়, তারা সাধারণত এমনভাবে কাহিনি ফাঁদে, যেটা বিশ্বাস করা সহজ হয়।

❋ ❋ ❋

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًاۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

'তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে এনেছিল। তিনি বললেন, "না, বরং তোমরা নিজেরা একটি ঘটনা সাজিয়েছ। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, এই ব্যাপারে আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৮)

❀ ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍۚ﴾ : আহ, পিতার হৃদয় কি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়নি!!! যে জামার ভেতর তিনি গতকাল তার কলিজার টুকরো সন্তানকে দেখেছিলেন, আজ সে-ই জামা তার সন্তানের কথিত রক্তে লাল হয়ে আছে।

❀ ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍۚ﴾ : এখান থেকে বোঝা যায়, মিথ্যাকে সত্যরূপে উপস্থাপন করার এই বদ অভ্যাস মানুষের অনেক পূর্ব থেকেই ছিল!

❀ ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍۚ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের কথাগুলো দেখুন—

- (وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ) 'আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী।'
- (يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ) 'সে আমোদ-ফুর্তি করবে, খেলাধুলা করবে।'
- (وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ) 'আমরা তার হিফাজত করব।'
- (ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ) 'আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম।'
- (وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا) 'ইউসুফকে মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম।'
- (فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ) 'ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।'

একটি মিথ্যাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তাদেরকে কতগুলো মিথ্যা বলতে হলো!!! শুধু এতটুকুই নয়, তারা পিতার কাছে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে

আর সঙ্গে নিয়ে এসেছে ইউসুফের রক্তমাখা জামা! আসলেই একটি মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদেরকে একের পর এক মিথ্যার মালা গাঁথতে হয়। তাই মিথ্যা কথা মানে কেবল একটি মিথ্যা নয়; বরং অনেকগুলো মিথ্যার একটি পরিপূর্ণ প্যাকেজ।

❁ ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ : আসলে ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্তের চেয়েও অধিক জমাট হয়ে লেগে ছিল ইউসুফের জীবন-সৌরভ।[২৩] অক্ষত রক্তাক্ত জামা যেন চিৎকার করে বলতে চাইছিল : ইউসুফ বেঁচে আছে... ইউসুফ বেঁচে আছে...

❁ ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ : শীতল অশ্রু, মায়াকান্না, মনগড়া কাহিনি আর মিথ্যা রক্ত : একজন মিথ্যুক এসব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্নাম, অপবাদ ও পরনিন্দার ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

❁ ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, 'বরং তোমরা নিজেরা একটি ঘটনা সাজিয়েছ।' আসলেই, কত পরিপাটি ও বিশ্বাসযোগ্য করেই না তারা গল্প ফেঁদেছে!

আপনার মন যেদিকেই ঝুঁকে, হুট করে সেদিকে চলে যাবেন না। প্রবৃত্তির রুচি ও আকর্ষণের ওপর আস্থা রাখা মোটেই ঠিক হবে না। অনেক সময় প্রবৃত্তি মারাত্মক গোমরাহির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

❁ ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ : তাঁকে কীভাবে বাঘে খেতে পারে? অনাগত দিনগুলোতে তাঁকে তো তারকারা সিজদা করবে!

আল্লাহর দেওয়া সুসংবাদগুলোকে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অন্তরে গেঁথে নিন। কারণ আপনার চোখে-দেখা বস্তুর চেয়েও এগুলো বেশি সত্য। আপনার দেখায় ভুল হতে পারে; কিন্তু আল্লাহর সুসংবাদ কখনো ভুল হতে পারে না।

---

২৩. ভাইয়েরা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত তো লাগিয়েছিল, কিন্তু জামাটি ছিঁড়ে-ফেঁড়ে আনতে ভুলে গিয়েছিল। অক্ষত জামা থেকে প্রমাণ হয়, ইউসুফকে বাঘে খায়নি। বাঘ কখনো শিকারের শরীর থেকে নিখুঁতভাবে জামা খুলে নেয় না। তাই রক্তাক্ত জামাটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের বেঁচে থাকার সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ ❁ : ভাইদের বক্তব্য ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ কখনো ইউসুফের ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾-এর বাস্তবতাকে মুছে ফেলতে পারে না।

আল্লাহর কালামের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখুন আর চারপাশের যত মিথ্যা ভাষণ ও মিথ্যা শপথ সবগুলোকে অগ্রাহ্য করুন।

❁ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ : যত কদর্য চক্রান্ত, নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র আর নীলনকশা সবগুলোকে 'সবরে জামিল' তথা পরম ধৈর্যের মাধ্যমে সফলভাবে মোকাবিলা করুন।

* * *

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

'একটি কাফেলা এল। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল। কূপের পানিতে সে বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, "কী সুখবর! এ যে এক কিশোর।" তারা তাকে পণ্য হিসেবে লুকিয়ে রাখল। তারা যা করছিল, আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই অবগত ছিলেন।'[২৪] (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১৯)

❁ ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ : বর্ণিত আছে, কাফেলাটি পথ হারিয়েছিল; চলতে চলতে তারা ওই কূপের কাছে এসে পড়েছিল : আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে মুক্ত করার ইচ্ছা করেন, তখন আপনাকে উদ্ধারের জন্য অন্যদের পথ ভুলিয়ে দেন! আপনাকে বের করার জন্য তাদেরকে কূপের রাস্তা দেখিয়ে দেন! আপনাকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে পিপাসার্ত করেন!

❁ ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ﴾ : আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে মুক্ত করার ইচ্ছা করেন, অন্যদের মনে কোনো তাড়না বা

---

২৪. কাফেলার লোকেরা যখন ইউসুফকে পেল, তখন ভাইয়েরা কাছেই কোথাও ছিল। তারা ভাইদের কাছ থেকে ইউসুফকে কিনে নেয়।

প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন, ফলে অন্ধকার কূপ থেকে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য তারা ছুটে আসে।

❁ ﴿فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ﴾ : জীবনে চলার পথে হঠাৎ করে কত লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়, কত বস্তু আপনার হাতে উঠে আসে; কত জিনিস রাস্তায় পথে পড়ে থাকতে দেখেন, সবকিছুকে তুচ্ছ মনে করবেন না—হতে পারে এগুলো আপনার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান!!![২৫]

❁ ﴿فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ﴾ : আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ রকম বালতিতে উঠে আসা অনেক মানুষই সিংহাসনে বসেছেন যুগে যুগে!

❁ ﴿فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ﴾ : কখনো আপনার সকল দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি ঘটায় একটি তুচ্ছ পুরাতন বালতি, যেটির মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় মুসিবতের অন্ধকূপ থেকে আপনি বের হয়ে আসেন—এটিই আপনার তাকদির!

❁ ﴿قَالَ يَٰبُشْرَىٰ﴾ : উত্তম কথা ও বাক্য থেকে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করুন, আনন্দের সৌরভে নিজেকে ভরে তুলুন।

❁ ﴿وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً﴾ : আল্লাহ সব সময় বান্দার সঙ্গে আছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সামান্য পণ্যরূপে ক্রয়-বিক্রয় করা হলো। তারপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং গোটা দেশকে দুর্ভিক্ষের তুফান থেকে রক্ষা করলেন! সুবহানাল্লাহ...

❁ ﴿وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً﴾ : মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আপনার বাস্তবতা বদলে যাবে না। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে লোকেরা পণ্য ভেবেছিল; অথচ তিনি একজন মহান নবি ও মিসরের শাসক!

❁ ﴿وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً﴾ : কাফেলার লোকদের মনে ঘুণাক্ষরেও এই চিন্তা উদিত হয়নি যে, তারা যে পণ্যটি লুকিয়ে রাখছে, আল্লাহ তাআলা এটিকে

---

২৫. বাংলা প্রবাদে আছে : 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই; পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।'

পুরো বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করে দেবেন; আসমানি কিতাবে তাদের আলোচনা চলে আসবে!

❀ ❀ ❀

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢٠﴾

'আর কাফেলার লোকেরা তাকে বিক্রয় করল স্বল্প মূল্যে—মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা ছিল তার ব্যাপারে নির্লোভ।'[২৬] (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২০)

❀ ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ : একজন মহান নবির বিপরীতে পুরো দুনিয়ার মূল্যও তো তুচ্ছ। মাত্র কয়েকটি দিরহাম...!!!

❀ ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ : কেউ যদি আপনাকে স্বল্প মূল্যের পণ্য মনে করে, তো বিরক্তবোধ করবেন না। তাদেরকে তাদের ইচ্ছেমতো মূল্য নির্ধারণ করতে দিন। আপনি বরং তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসুন। কেবল আপনিই তো আপনার নিজের আসল মূল্য জানেন!

❀ ﴿دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ : যে অল্প কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, এই মূল্য বড়ই তুচ্ছ ও নগণ্য!

আপনার শ্রম ও মেধার যে বদলা দেওয়া হয়, তা নিয়ে দুঃখিত হবেন না। বেতন কম হওয়ার কারণে হতাশ হবেন না। আপনার মূল্য তো তা নয়, যেটি আপনি মাসের শেষে হাতে পান; বরং আপনার মূল্য হলো তা-ই, যা আপনি শেষ জীবনে ব্যয় করেন!

❀ ﴿وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ﴾ : কত পণ্য স্বয়ং তার বিক্রেতার চেয়েও অধিক মূল্যবান হয়ে থাকে!

---

২৬. কারণ, তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ঘটনাচক্রে পেয়ে গিয়েছিল। তাঁকে কারও কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয়নি। তাঁকে বিক্রি করে এক দিরহাম পেলেও তাদের লাভ। তাই যখন ক্রেতা পাওয়া গেল, তারা নামেমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিল।

তৃতীয় রুকু

রাজপ্রাসাদে ইউসুফ—নারী যখন ফাঁদ পাতে

وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِى مَثۡوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًاۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٢١﴾

'মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, "ওকে যত্ন ও সম্মানের সাথে রাখো। সে হয়তো আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।" এভাবেই আমি পৃথিবীতে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে কথাসমূহের সঠিক মর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর কাজে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২১)

❋ ﴿ٱلَّذِى ٱشۡتَرَىٰهُ﴾ : আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, যে লোকটি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে ইউসুফের থাকার সুব্যবস্থা করতে বলল। ঘটনার এই পর্যায়ে লোকটির সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি নয় যে, সে মিসরের শাসক—বরং তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে 'ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্রেতা।' অনেক পরিচয়কে মানুষ খুবই সাধারণ মনে করে, অথচ এটিই তার সবচেয়ে মূল্যবান পরিচয়!

❋ ﴿أَكۡرِمِى مَثۡوَىٰهُ﴾ : আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে সম্মানিত করার ইচ্ছা করেন, তখন তার আশেপাশে এমন চোখ তৈরি করে দেন, যে চোখ তাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে, এমন কান তৈরি করে দেন, যে

কান তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শোনে এবং এমন অন্তর তৈরি করে দেন, যে অন্তর তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে।

❁ ﴿أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ﴾ : স্ত্রীর প্রতি আজিজে মিসরের[২৭] এটিই ছিল প্রথম উপদেশ; যেন তিনি স্ত্রীর দুচোখে ভবিষ্যতের সেই সব চক্রান্ত দেখতে পেয়েছিলেন, যা ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থানকে হুমকির মুখে ফেলবে।[২৮]

❁ ﴿أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا﴾ : আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন কারও কল্যাণ চান, তখন আশেপাশের লোকদের হৃদয়ে তার প্রতি নানান আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন, ফলে তারা তার কল্যাণে কাজ করে।

❁ ﴿أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ﴾ : সহজাত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে আজিজে মিসর ভালোভাবেই জানতেন, কাউকে ইজ্জত ও সম্মান করাই তার হৃদয় জয় করার মাধ্যম এবং ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে উপকার লাভের উপায়। অনেক অবুঝ মানুষ মনে করে, শৈশবে যদি সন্তানকে অপমান করা না হয়, তার আত্মমর্যাদাবোধ ভেঙে দেওয়া না হয় এবং তার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করা না হয়, তবে বড় হয়ে সে পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে না!

❁ ﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ﴾ : অন্তর যখন মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে সিজদাবনত হয়, তখন তার সকল চিন্তা যেন হারিয়ে যায়, ভাবনার সকল বিন্যাস যেন বিস্মৃত হয়ে যায়; কেবল রবের দরবারে

---

২৭. মিসর-শাসকের উপাধি।

২৮. লেখকের এই কথাটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই দূরের মনে হয়। আজিজে মিসর যদি আন্দাজই করতে পারত যে, তার স্ত্রী ইউসুফের প্রতি আসক্ত হবে, তাহলে সে কখনোই ইউসুফকে স্ত্রীর হাতে তুলে দিত না। পরকিয়ার আশঙ্কা থাকলে কোনো সচেতন স্বামীই কোনো পরপুরুষকে স্ত্রীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়ার কথা নয়। শিশু ইউসুফকে যত্নের সঙ্গে রাখতে বলার কারণ সে হয়তো ছেলেটিকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীকালে সে-ই মিসরের শাসক হবে। উল্লেখ্য যে, তারা নিঃসন্তান ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, যে শিশুকে সে সন্তান বানানোর পরিকল্পনা করছে, তাঁর প্রতি তারই স্ত্রী আসক্ত হবে এমন খেয়াল তার মনে জন্মানোর কথা না।

উপস্থিতির উপলব্ধিটুকুই যেন জেগে থাকে। আল্লাহ তাআলার হাতেই গোটা বিশ্বজগতের রাজত্ব এবং তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

❀ ❀ ❀

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[২৯] দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২২)

❀ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ﴾ : অনেক পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পরই আসে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আপনার জীবনের দিনগুলো হলো পরীক্ষার ময়দান। সবর ও হিম্মতের সাথে হাজারো প্রতিকূলতা পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস গড়ে আপনি একসময় প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, আপনি সম্মান ও মর্যাদা ধারণের উপযোগী পাত্র। তখন আল্লাহ তাআলা অসংখ্য কল্যাণের জন্য আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন, আপনি হয়তো বুঝতেও পারেন না এত কল্যাণের উৎস কী। জীবনের শুরুর ভাগ দেখে আপনি বিশ্বাসই করতে পারেন না, এত কল্যাণ কীভাবে এসেছে!

❀ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ : আম্বিয়াদের ইলম ও ফাহমও যেখানে ৪০ বছরের আগে পূর্ণতা পায় না, সেখানে যারা নবি নয়, তাদের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? সুতরাং বড়দের সাহচর্য গ্রহণ করুন।[৩০]

❀ ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ : আপনি যখন অন্ধকার কক্ষে ইবাদত করেন, যেখানে কারও আপনার ইবাদত সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকে না; কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনই আপনাকে দেখেন—এরূপ অবস্থায়ই

---

২৯. এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এখানে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার অর্থ নবুওয়াত দান করা।—তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন, মুফতি শফি ﷺ।

৩০. ইউসুফ আলাইহিস সালাম কত বছর বয়সে নবুওয়াত পেয়েছিলেন, এই ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ, মুজাহিদ ও কাতাদাহ ﷺ বলেন, ৩৩ বছর বয়সে। জাহহাক ﷺ বলেছেন, ২০ বছর বয়সে এবং হাসান বসরি ﷺ বলেছেন, ৪০ বছর বয়সে।

আপনি আপনার ইবাদতে ইহসান ও ইখলাস কতটুকু আছে বুঝতে পারবেন।

❦ ❦ ❦

وَرَٰوَدَتۡهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيۡتِهَا عَن نَّفۡسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

'তিনি যে নারীর ঘরে ছিলেন, সে তাঁকে কুকর্মে প্ররোচিত করল এবং দরোজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "এদিকে এসো।" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় অন্যায়কারীরা সফল হয় না।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৩)

❁ ﴿وَرَٰوَدَتۡهُ﴾ : প্রত্যাশা, পদমর্যাদা, সুখ্যাতি, চাহিদা ও প্রবৃত্তি আপনাকে সব সময় প্ররোচিত করবে, আপনি দৃঢ়ভাবে দ্বীনের ওপর অটল থাকুন আর বলুন ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِۖ﴾ 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'

❁ ﴿ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيۡتِهَا﴾ : আপনি কারও বাড়িতে থাকেন বলে কিংবা কারও অধীনে কাজ করেন বলে তাকে আপনার ওপর প্রভাব খাটানোর সুযোগ দেবেন না। তারা যেন আপনার ব্যক্তিজীবনে নাক না গলায় এবং আপনাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে না পারে।

❁ ﴿وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ﴾ : রুদ্ধদ্বার কক্ষে শয়তান খুবই তৎপর ও উদ্যমী হয়ে ওঠে।

❁ ﴿وَغَلَّقَتِ ٱلۡأَبۡوَٰبَ﴾ : কোনো স্বাভাবিক কারণ ছাড়া যখন কক্ষের দরোজা বন্ধ হতে দেখেন, ধরে নিন সেখানে কোনো 'আজিজের স্ত্রী'র প্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে—সেটি চুক্তি, চক্রান্ত কিংবা লেনদেন যে সুরতেই হোক না কেন!

❁ ﴿وَقَالَتۡ هَيۡتَ لَكَۚ﴾ : একটি কিরাআতে আছে, ﴿هِئۡتُ﴾ অর্থাৎ আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আজিজের স্ত্রী সজ্জিত ও পরিপাটি হয়েছে তার

প্রেমিকের জন্য। এখান থেকে বোঝা যায়, মানুষ মাত্রই তার প্রিয়জনের জন্য নিজেকে সজ্জিত ও পরিপাটি করে নেয়। আমরা যখন আমাদের প্রিয় রবের দরবারে হাজির হই, তখন কি আমরা ভালোভাবে পবিত্রতা হাসিল করি, নিজেদের সুন্দর ও পরিপাটি করে নিই?

❁ ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ﴾ : আয়াতটি দেখুন, ﴿قَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ ও ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ এই দুই বাক্যের মাঝখানে কোনো হরফে আত্ফ বা সংযোগমূলক অব্যয় আনা হয়নি, যে অব্যয় থেকে বিলম্ব বোঝা যায়। যখনই আজিজের স্ত্রী তাকে নিজের দিকে আহ্বান করে বলেছে : ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ 'আমার দিকে এসো' সঙ্গে সঙ্গেই কোনো রকম চিন্তা-ফিকির ব্যতীতই ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলে উঠেছেন : ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' প্রবৃত্তি ও জৈবিক তাড়না আপনাকে গিলে ফেলার পূর্বেই আপনি তাকে কেটে ফেলুন। দেরি করলে পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

❁ ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَايَۖ﴾ : আজিজে মিসর যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সযত্নে ও সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করলেন, তিনিও তাকে নিরাশ করেননি; অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি তাঁর মনিবের ইজ্জতের হিফাজত করেছেন।

❦ ❦ ❦

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴿٢٤﴾

'সে নারী তো তাঁকে নিয়ে কুচিন্তা করছিল এবং তিনিও তাকে নিয়ে মন্দ চিন্তা করতেন, যদি না তিনি তাঁর রবের নিদর্শন[৩১] দেখতে পেতেন। আমি তাঁকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য

---

৩১. আরবি (بُرْهَانٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ দলিল। এখানে নিদর্শন অথবা আল্লাহর দেওয়া বিবেকের নির্দেশ।

এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৪)

❋ ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ : আল্লাহর নিদর্শন দেখার কারণে নারীটির দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো চিন্তাই তাঁর অন্তরে উদিত হয়নি। অনেক মানুষ কীভাবে এই দাবি করেন যে, তিনি নারীটির দিকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করেছিলেন? অথচ তিনি আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত?

❋ ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ : আপনার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার চোখদুটি ভালোভাবে খুলে রাখুন, আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন আপনি দেখতে পাবেন। এসব নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের হিফাজত করেন; তাদেরকে মনে করিয়ে দেন তিনি এমন এক রব, যাঁর নাফরমানি করা যায় না।

❋ ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ : প্রতিটি গুনাহে আল্লাহর নিদর্শন আছে, যেটি আপনাকে নাফরমানিতে লিপ্ত হতে বাধা দেবে। আপনি সেই নিদর্শনটি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

❋ ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ﴾ : আপনি যখন একটি সময় ধরে অন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাফরমানি ও পাপাচার থেকে নিজেকে হিফাজত করবেন, এরপর আল্লাহ তাআলা আপনার ভেতরে এমন শক্তি দেবেন, যার মাধ্যমে আপনি অনায়াসে নাফরমানি ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন।

❋ ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ﴾ : আল্লাহ তাআলা সাইয়িদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ব্যভিচার—﴿ٱلْفَحْشَآءَ﴾—থেকে এবং ব্যভিচারের চিন্তা— ﴿ٱلسُّوٓءَ﴾—থেকেও হিফাজত করেছেন। ওয়াল্লাহু আলাম।

وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ وَقَدَّتۡ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٖ وَأَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِۚ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسۡجَنَ أَوۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٢٥﴾

'তারা উভয়ে দৌড়ে দরোজার দিকে গেল, আর নারীটি পেছন থেকে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলল। দরোজার কাছে গিয়ে তারা নারীর স্বামীকে দেখতে পেল। তখন নারীটি বলল, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করতে চেয়েছিল, তাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে?' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৫)

❁ ﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ﴾ : কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক তাড়না যখন আপনাকে ঘিরে ধরতে চায়, আপনি দরোজার দিকে ছুটে যান।

❁ ﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ﴾ : আল্লাহর দুঃসাহসী বান্দারা কেবল একটি বস্তু থেকে পালিয়ে বাঁচেন, সেটি হলো গুনাহ। নাফরমানি ছাড়া আর যত বস্তু আছে, তারা সবকিছুর সামনে বুক টান টান করে দাঁড়ান। কেবল বোকারাই গুনাহ ও নাফরমানি করার সাহস দেখায়।

❁ ﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ﴾ : কোনো জায়গায় যদি গুনাহের ধোঁয়া প্রবেশ করে, তবে আল্লাহর নাফরমানিতে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই আপনি দরোজার দিকে দৌড়ে পালান।

❁ ﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ﴾ : কেবল ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই' বলে বসে থাকবেন না। বরং সবচেয়ে কাছের দরোজাটির খোঁজ করুন এবং পালিয়ে যান।

❁ ﴿وَقَدَّتۡ قَمِيصَهُۥ﴾ : গুনাহ ও নাফরমানি থেকে বাঁচতে গিয়ে আপনাকে কত সুখ ও আনন্দ বিসর্জন দিতে হচ্ছে... আপনার জামা ছিঁড়ে যাওয়ার পরোয়া করবেন না, মধুর স্বপ্ন বিধ্বস্ত হওয়ায় দুঃখ করবেন না, উপভোগের উজ্জ্বলতা কমে যাওয়ায় আফসোস করবেন না। কারণ, এখানে এমন কেউ আছেন, যিনি আপনার অজান্তেই আপনার এই ছোট ছোট ত্যাগ ও

বিসর্জনের কাঁচামাল ব্যবহার করে আপনার জন্য নির্মাণ করে চলেছেন সমৃদ্ধ আগামী।

❁ ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ﴾ : নারীটি যখন পেছন থেকে পলায়নপর ইউসুফের জামা ছিঁড়ছিল, তখন তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, নারীটির হাতে তিনি আটকা পড়ে গেছেন... অথচ তিনি বুঝতেই পারেননি যে, ছেঁড়া জামা তাঁর নির্দোষ হওয়ার দলিল হবে! জালিমের সাময়িক বিজয়ে মন খারাপ করবেন না।

❁ ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ﴾ : শীর্ণ দেহের ছিন্ন জামা পরিহিত ধুলোমলিন মানুষ দেখলেই তুচ্ছ মনে করবেন না। কখনো ছেঁড়া কাপড় পরা মলিন চেহারার মানুষও মহৎ ও অভিজাত হয়ে থাকে।

❁ দুটি আয়াত : ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ 'তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে এনেছিল' এবং ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ﴾ 'আর নারীটি পেছন থেকে তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলল'—এই দুই আয়াতে ইউসুফের দুটি জামার কথা এসেছে :

১. ছেঁড়া জামা : এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন।

২. অক্ষত জামা : এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইউসুফের ভাইদের মিথ্যা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

❁ ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি নারীটির কামনাবাসনার সামনে আত্মসমর্পণ করতেন, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতেন। একটু পরেই নারীটির স্বামী সেখানে প্রবেশ করত। কয়েকটি মিনিটের ধৈর্যই কখনো সম্মান ও লাঞ্ছনার মাঝে পার্থক্যরেখা টেনে দেয়। বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করুন...

❁ ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ﴾ : বান্দা প্রায়শ আটঘাট বেঁধে নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কখনো তাকে এমন স্থানে লাঞ্ছিত করেন,

যেখানে সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে। আল্লাহ, আমাদেরকে গুনাহের লাঞ্ছনা থেকে হিফাজত করুন।

❁ ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ﴾ : নিশ্চয় আজিজে মিসরের স্ত্রী ইউসুফকে কাছে পাওয়ার জন্য এমন সময় বেছে নিয়েছিল, যখন তার স্বামী এসে পড়ার কোনো আশঙ্কাই ছিল না! কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওই সময় স্বামীকে কে নিয়ে এল? নিশ্চয় আল্লাহ...!

❁ ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا﴾ : প্রথমবারের মতো অপরাধ করেছে বলে কারও প্রতি অযাচিত শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না; হতে পারে সে ভয়ংকর পাপী।

❁ ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন নারীর ফাঁদ কেটে পালালেন, দরোজার কাছে গিয়ে আরেক মুসিবতে পড়ে গেলেন। কথায় আছে, এক মাঘে শীত যায় না। বড় বড় মুসিবতগুলোর সাধারণত একাধিক পর্ব থাকে। তাই সবর করতে থাকুন, যতক্ষণ না আল্লাহ কল্যাণের ফায়সালা করেন!

❁ ﴿قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ﴾ : আগে অভিযোগকারীই সব সময় হক হয় না। কখনো অপরাধী জালিম নিরপরাধ মাজলুমের আগেই মামলা করে বসে কৌশলের অংশ হিসেবে।

❁ ﴿مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ﴾ : অপরাধী নারীটি স্বামীকে বলে, 'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করতে চেয়েছিল...।' নিজেকে তার স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে সে মূলত স্বামীর মনে গাইরত ও আত্মমর্যাদাবোধ উস্কে দিতে চেয়েছিল। তীর্যক ও মর্মভেদী বাক্যবাণ জালিমের অন্যতম হাতিয়ার!

❁ ﴿قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ﴾ : যুগে যুগে জালিমের কাছে জুলুমের অন্যতম পছন্দনীয় অস্ত্র ছিল প্রতিপক্ষকে কারাবন্দী করা!

قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾

'ইউসুফ বললেন, "সে-ই আমাকে প্ররোচিত করেছিল।" মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, "যদি তার জামাটি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলাটি সত্য বলেছে আর পুরুষটি মিথ্যাবাদী।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৬)

❁ ﴿قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ﴾ : নির্দোষ মানুষের কণ্ঠে আশ্চর্য এক শক্তি থাকে। তার শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরই বলে দেয়, সে কোনো অপরাধ করেনি। তাই শপথ করা, উঁচু গলায় কথা বলা কিংবা বিশ্বাস করানোর জন্য রকমারি ফন্দি করার প্রয়োজন তার হয় না। শান্ত গলায় কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট : ﴿هِىَ رَٰوَدَتْنِى﴾ 'সেই আমাকে ফুসলিয়েছে...।'

❁ নারীটি বলেছে : ﴿مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করতে চেয়েছিল, তাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে?' আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন : ﴿هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى ۚ﴾ 'সে-ই আমাকে প্ররোচিত করেছিল।'

প্রথম যে কথাটি আপনার কানে তীর্যকভাবে আঘাত করে, সেটি নিয়ে পড়ে থাকবেন না; বরং কোন যথার্থ কথাটি আপনার হৃদয়ে সহজেই স্থান করে নিচ্ছে, সেটি নির্ণয় করার চেষ্টা করুন।

❁ ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ : বান্দা যখন তার রবকে ভয় করে চলে, তিনি তার একেকটি সমস্যার সমাধান বের করে দেন এবং তার সামনে থেকে সব বাধা সরিয়ে দেন। এমনকি দুশমনের সবচেয়ে আপন লোকটিও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং তার দাবির সত্যায়ন করে!

❁ ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ : আপনি যদি ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হন, যারা নাফরমানি থেকে বাঁচতে ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ বলে দৌড়ে পালায়, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মানুষ পেয়ে যাবেন।

❀ ❀ ❀

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾

'আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে নারীটি মিথ্যা বলেছে, পুরুষটি সত্যবাদী।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৭)

❁ ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ﴾ : আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রজ্ঞা ও কর্মনৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি কখনো বান্দাকে বিপদের মাধ্যমেই রক্ষা করেন। পেছন থেকে নারীটির ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামা ধরে ফেলা একটি মুসিবতই ছিল। দৌড়ে পালানোর সময় ইউসুফ আলাইহিস সালাম মোটেও আশা করেননি, সে পেছন থেকে তাঁর জামা সজোরে চেপে ধরবে। নারীটি এত শক্তভাবে জামা ধরেছিল যে, এটি ছিঁড়ে গিয়েছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম কখনোই চাননি তাঁর জামা ছিঁড়ে যাক। কিন্তু এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

❀ ❀ ❀

فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

'নারীটির স্বামী যখন ইউসুফের জামাটি পেছন থেকে ছেঁড়া দেখল, তখন বলল, "নিশ্চয়ই এটি তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ মারাত্মক।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৮)

❁ ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ﴾ : একটি ছেঁড়া জামা দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের মান-সম্মানের হিফাজত করেছেন! আপনি যখন তাকওয়ার পোশাক পরিধান করবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সব ধরনের বিলাসী পোশাক থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন।

❁ ﴿إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ﴾ : স্বামী তার অপরাধী স্ত্রীকে বলল, 'নিশ্চয়ই এটি তোমাদের নারীদের ছলনা।' সামনে একজন মাত্র অপরাধী নারী। কিন্তু সে অপরাধ ভাগ করে দিচ্ছে সকল অপরাধী নারীকে। এভাবে কি সে স্ত্রীর অপরাধ হালকা করে দেখার চেষ্টা করছিল!? অভিযোগের তীব্রতাকে শিথিল করাও পরাজয় স্বীকার করার নামান্তর...

❁ ❁ ❁

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

'ইউসুফ, বিষয়টি তুমি উপেক্ষা করো। আর (হে নারী) তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো; তুমিই তো অপরাধী।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৯)

❁ ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ : স্বামী সম্বোধনবাচক অব্যয় ব্যবহার করে বলেননি : ﴿يَا يُوسُفُ﴾ 'হে ইউসুফ!' বরং কেবল বলেছেন, ইউসুফ! যেন সে অনুচ্চ স্বরে কানে কানে বলছিল, যাতে প্রহরীরা শুনতে না পায়।

❁ ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنۢبِكِ﴾ : সে ইউসুফের নাম ধরে সম্বোধন করলেও স্ত্রীর নাম মুখেও আনেনি। অবজ্ঞায় যেন তার মুখ থেকে স্ত্রীর নাম বের হচ্ছে না, যেন সে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা অনুভব করছে।

❁ ﴿وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنۢبِكِ﴾ : কাফিররাও ব্যভিচারকে বড় অপরাধ মনে করত, তাওবার উপযুক্ত গুনাহ মনে করত। ব্যভিচার কখনো ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে পারে না...

❁ ❁ ❁

চতুর্থ রুকু

ছলনার কুটিল জাল—ইউসুফের কারাদণ্ড

۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

'শহরের কতিপয় নারী বলল, "আজিজের স্ত্রী তার যুবক দাসকে কুকর্মে প্ররোচিত করছে। যুবকটির প্রেম তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। আমরা তো মনে করি, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩০)

❁ ﴿وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ﴾ একসময় নারীটি ছিল মিসর-শাসকের স্ত্রী, একজন সম্মানিত গৃহকর্ত্রী। আর এখন তার লাঞ্ছনা ও অপমানে রাজপ্রাসাদ ভরে গেছে। ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ﴾ ﴿تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا﴾ শহরের নারীরাও তার ব্যাপারে কানাঘোষা শুরু করেছে। আগামীকাল শহরের প্রাচীরগুলোও তার লাঞ্ছনার কাহিনি প্রচার করবে।

❁ ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ﴾ : প্রতিনিয়ত আমরা কত গুনাহ করি। আল্লাহ যদি আমাদের অপরাধগুলো ঢেকে না রাখতেন, আমরাও লোকসমাজে লাঞ্ছিত হতাম; আমাদের লাঞ্ছনার কাহিনি মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হতো। আল্লাহ! আমাদের গুনাহগুলোকে আপনি ঢেকে রাখুন...

❁ ﴿ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا﴾ : শহরের নারীরা এ কথা বলেনি, জুলাইখা প্ররোচিত করেছে; তারা বলেছে, আজিজের স্ত্রী প্ররোচিত করেছে এবং তারা এ কথা বলেনি, জনৈক ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেছে; তারা বলেছে,

সে নিজের দাসকে প্ররোচিত করেছে। এতে পুরো বিষয়টি অধিকতর কুৎসিত ও কদর্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

❀ ❀ ❀

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

'নারীদের এই চক্রান্তের কথা আজিজের স্ত্রীর কানে এলে সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল[৩২] এবং ইউসুফকে বলল, "তাদের সামনে বের হও।" ইউসুফকে দেখে তারা অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, "আল্লাহর কী মহিমা! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩১)

❁ ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ : আজিজের স্ত্রীর কানে এসেছে! আপনার আশেপাশে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, আপনার অপছন্দনীয় খবরগুলো সংগ্রহ করে আপনার কানে দেওয়া।

❁ ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ : শহরের যেসব নারী আজিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, সেও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে। চক্রান্তের মোকাবিলায় পাল্টা চক্রান্ত!

❁ ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ : নারী নারীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে! ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন : ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ﴾

---

৩২. তাদেরকে ফলমূল পরিবেশন করা হয়েছিল এবং সেগুলো কেটে খাওয়ার জন্যই হাতে ছুরি দেওয়া হয়েছিল।

﴿إِلَيۡهِنَّ﴾ 'আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব।' যেকোনো পুরুষই নারীদের চক্রান্তে ফেঁসে যায়; কেবল আল্লাহ যাদের রহম করেন, তারা বেঁচে থাকতে পারে।

❀ ﴿وَءَاتَتۡ كُلَّ وَٰحِدَةٖ مِّنۡهُنَّ سِكِّينٗا﴾ : যে জিনিসকে আপনি পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন, সেটির মাধ্যমেও এমন কাণ্ড ঘটতে পারে, যা আপনাকে লাঞ্ছিত করার জন্য যথেষ্ট। দেখুন, ছুরিগুলো তাদের হাতেই তাদের ইচ্ছার অধীনে ছিল; কিন্তু...

❀ ﴿وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّۖ﴾ : সৌন্দর্যের ফিতনার ব্যাপারে আজিজের স্ত্রী ভালোভাবেই অবগত ছিল। পুরো ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, আজিজের স্ত্রী নিশ্চিত ছিল, বাজিতে সে-ই জিতবে!

❀ ﴿فَلَمَّا رَأَيۡنَهُۥٓ أَكۡبَرۡنَهُۥ﴾ : শোনা আর দেখা কখনো সমান নয়!

❀ ﴿وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ﴾ : হৃদয়ে যখন আবেগ-অনুভূতি উথলে ওঠে, তখন মানুষ সম্বিত হারিয়ে ফেলে।

❀ ❀ ❀

قَالَتۡ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ وَلَقَدۡ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ وَلَئِن لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونٗا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿٣٢﴾

'তখন আজিজের স্ত্রী বলল, "এ-ই সে যুবক, যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। ঠিকই আমি তাকে প্ররোচিত করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আর আমি তাকে যা করতে বলি, সে তা না করলে তাকে অবশ্যই কারাগারে পাঠানো হবে এবং অবশ্যই সে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩২)

❀ ﴿فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ﴾ : পাপীরা আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে একে অপরকে নিন্দা করে না। বরং পাপীর পাপকাজে বৈচিত্র্য ও দক্ষতা না দেখলে তারা নিন্দা করে!

❋ ﴿وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ﴾ : হাসি-তামাশার মজলিশে নিজের গোপন কথাগুলো প্রকাশ করে অনেক সময় মানুষ নিজেই নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে।

❋ ﴿وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ﴾ : যারা কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক তাড়না থেকে নিজেকে সংযত রাখে, সংযমের মাত্রা অনুযায়ী তাদের মাঝেও ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে।

❋ আজিজের স্ত্রীর কথাগুলো খেয়াল করুন : ﴿وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ﴾ 'ঠিকই আমি তাকে প্ররোচিত করেছি', ﴿مَآ ءَامُرُهُۥ﴾ 'আমি তাকে যা করতে বলি।' জিনা ও ব্যভিচার এতই নিকৃষ্ট কাজ যে, স্বয়ং ব্যভিচারকারী ও পাপিষ্ঠরাও তাদের কথায় 'জিনা' ও 'ব্যভিচার'-এর মতো স্পষ্ট শব্দগুলো ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না; বরং ইঙ্গিতে কথা বলে।

❋ ﴿فَٱسْتَعْصَمَ﴾ : ﴿الاستعصام﴾ মানে আল্লাহর কাছ থেকে শুদ্ধতা ও পবিত্রতা প্রার্থনা করা। তাই সংযম ও নিষ্কলুষতা কেবল উন্নত চরিত্রের নাম নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়া, সংরক্ষিত হওয়া ও পবিত্র থাকাও বোঝায়।

❋ ﴿وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ﴾ : ধনী ও প্রভাবশালী পাপীরা অন্যকে গুনাহে লিপ্ত হতে রীতিমতো আদেশ করে!

❋ ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ﴾ : যুগে যুগে মূর্খরা ভেবেছে, কারারুদ্ধ করলে মাজলুমের মর্যাদাহানি হয়। অথচ বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন।

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾

ইউসুফ বললেন, "হে আমার রব, এই নারীরা আমাকে যা করতে বলছে, তার চেয়ে আমার কাছে কারাগারই পছন্দনীয়। আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩)

❁ ﴿ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ : নেককার লোকেরা স্বাধীনতার সুখ তো বিসর্জন দেন, কিন্তু নিজের দ্বীন ও পবিত্রতায় কোনো রকম আঁচ লাগতে দেন না।

❁ ﴿ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ : আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে কারাজীবন বড় সুখের...!

❁ ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ﴾ : মুমিন যেন শক্ত শিলাখণ্ড, কুপ্রবৃত্তি ও পাপের তাড়না এই পাথরে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চারপাশে পড়ে থাকে।

❁ ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন, 'হে আমার রব, এই নারীরা আমাকে যা করতে বলছে, তার চেয়ে আমার কাছে কারাগারই পছন্দনীয়।' তিনি সেই নাপাক কাজটির নামও মুখে নেননি। অন্তরের মতো জবানকেও তিনি পবিত্র রেখেছেন!

❁ ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ : নিজেকে ইবাদতে নিমগ্ন ও গুনাহ পরিত্যাগে তৎপর দেখে গর্ব করবেন না। আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ আপনার প্রতি রহম না করতেন, তবে আপনিও অন্যদের মতো গুনাহে জড়িয়ে পড়তেন। তাই আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং অন্যদের জন্যও দোয়া করুন।

❀ ❀ ❀

فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝٣٤

'তাঁর রব তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁকে নারীদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৪)

❋ ﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّۚ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে নারীদের ছলনা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক চাইলেন, তিনি তাঁর দোয়া মঞ্জুর করলেন। ইবাদতের তাওফিক চেয়ে এবং নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য বান্দা যে দোয়া করে, তা দ্রুততম সময়ে কবুল করা হয়।

❋ ﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّۚ﴾ : এখানে বলা হয়নি : ﴿فَأَدْخَلَهُ السِّجْنَ﴾ 'আল্লাহ তাআলা তাকে কারাগারে প্রবেশ করালেন'; বরং বলা হয়েছে : ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّۚ﴾ 'তাকে নারীদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন।' বিপদের অন্ধকারের দিকে না তাকিয়ে এর পেছনের আলোর দিকে তাকান। কারাগার যতই কঠিন ও কষ্টের হোক, গুনাহ ও গুনাহ-পরবর্তী শাস্তি ও দুর্ভাগ্যের তুলনায় তা কিছুই নয়।

❋ ❋ ❋

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ ۝٣٥

'প্রমাণাদি দেখার পর তারা তাঁকে কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ করা সমীচীন মনে করল।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৫)

❋ ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم﴾ : বান্দা মনে করে সে-ই পরিকল্পনা আঁটে এবং বাস্তবায়ন করে। সে ভাবে না, তার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের অধীনেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কারারুদ্ধ করছে, এখান থেকে কি বোঝা যায় না, এটি ইউসুফের দোয়া কবুল হওয়ার ফল!

❋ ﴿مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিষ্কলুষতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ঘটনার পরতে পরতে : ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ 'আমি

আল্লাহর কাছে পানাহ চাই'; ﴿إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ﴾ 'আপনার স্বামী আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন'; ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ ﴿لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦۚ﴾ 'তিনিও তাকে নিয়ে মন্দ-চিন্তা করতেন, যদি না তিনি তাঁর রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন।'; ﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ﴾ 'তারা উভয়ে দৌড়ে দরোজার দিকে গেল'; ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن﴾ ﴿دُبُرٖ فَكَذَبَتۡ﴾ 'আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে নারীটি মিথ্যা বলেছে'; ﴿فَٱسۡتَعۡصَمَۖ﴾ 'সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে'; ﴿ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ 'আমার কাছে কারাগারই পছন্দনীয়।'

❀ ﴿حَتَّىٰ حِينٖ﴾ : তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারাজীবনের একটি মেয়াদ ঠিক করেছে। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিনই তাঁর নির্ধারিত সময়ে তাকে বের করেছেন। আপনার দুশমনদের নির্ধারণ করা মেয়াদ নিয়ে ভীত হবেন না। আল্লাহ তাআলা তাদের বেষ্টন করে আছেন। ভরসা রাখুন, যিনি আপনাকে এই মুসিবতে ফেলেছেন, তিনিই আপনাকে উদ্ধার করবেন।

পঞ্চম রুকু

কারাবন্দী ইউসুফ—তাওহিদের দাওয়াহ

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًاۖ وَقَالَ ٱلْأٓخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ۝٣٦

'তার সঙ্গে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি (আঙুর) নিংড়ে মদ বানাচ্ছি।" অপরজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মাথায় রুটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি আর পাখি তা ঠুকরে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন ভালো লোক মনে করি।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৬)

❋ ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِۖ﴾ : কারারক্ষী যখন এই দুজন বন্দীর অপরাধ নিয়ে কথা বলছিল, তখন সে ভাবতেও পারেনি, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘটনা বর্ণনা করবেন।

❋ ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًاۖ﴾ : স্বপ্ন বর্ণনা করারও কিছু আদব আছে। তার একটি হলো, ব্যাখ্যাদাতার সামনে অপ্রয়োজনীয় বিবরণ উপস্থাপন না করা। যুবকটি নিশ্চয় আরও দীর্ঘ বিবরণ দিতে পারত; যেমন : আঙুরের রং কেমন ছিল, কয়টি আঙুর ছিল, কোন জায়গায় সে আঙুর নিংড়াচ্ছিল ইত্যাদি।

❋ ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًاۖ﴾ : স্বপ্ন বর্ণনা করার আরও একটি আদব হলো, স্বপ্নের মূল পয়েন্টগুলো ফোকাস করা। যেমন : কর্মচ্যুত কোনো মানুষ

স্বপ্নে দেখল যে, সে কাজে যোগ দিয়েছে, তাহলে তার কর্মচ্যুত হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যাদাতার কাছে স্পষ্ট করে বলতে হবে।

❁ ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗاۖ﴾ : স্বপ্ন বর্ণনা করার আরও একটি আদব হলো, সুগঠিত, মর্মপুষ্ট ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করা। এখানে সে বলেনি : ﴿أَعْصِرُ عِنَبًا يَصِيْرُ خَمْرًا﴾ 'আমি আঙুর নিংড়ে রস বের করছি, যেটি মদে পরিণত হবে'; বরং বলেছে : ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗاۖ﴾ 'আমি মদ নিংড়াচ্ছি।'[৩৩]

❁ ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحۡمِلُ فَوۡقَ رَأۡسِي خُبۡزٗا﴾ : স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অনেক সময় কোনো বস্তু থেকে ওই বস্তুসংলগ্ন বস্তুটিই উদ্দেশ্য হয়। আলোচ্য স্বপ্নে মাথার ওপর রাখা রুটি থেকে মাথাই উদ্দেশ্য।

❁ ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحۡمِلُ فَوۡقَ رَأۡسِي خُبۡزٗا تَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِنۡهُۖ﴾ : স্বপ্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বিবেচ্য বিষয় হলো, স্বভাব ও প্রকৃতি। পাখির স্বভাব হলো লাশ খাওয়া।

❁ ﴿أَحۡمِلُ فَوۡقَ رَأۡسِي خُبۡزٗا﴾ : রুটি মিসকিনদের অপরিহার্য রুজি। জন্ম থেকেই তারা এটির মূল্য বোঝে; রুটির ঘ্রাণ তাদের দস্তরখানে ঝড় তোলে... তাদের স্বপ্নগুলো হয় রুটিময়...

❁ ﴿نَبِّئۡنَا بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ﴾ : স্বপ্ন ও প্রত্যাশা বন্দীদের প্রিয় সহচর, হতাশ ও বঞ্চিত মানুষের সম্বল, মাজলুমদের স্বস্তির নিশ্বাস...

❁ ❁ ❁

قَالَ لَا يَأۡتِيكُمَا طَعَامٞ تُرۡزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأۡتُكُمَا بِتَأۡوِيلِهِۦ قَبۡلَ أَن يَأۡتِيَكُمَاۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓۚ إِنِّي تَرَكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٣٧

৩৩. বাংলা ভাষায় আমরা যেমন বলি, আমি ভাত রান্না করছি; আমরা বলি না, আমরা চাল রান্না করে ভাত তৈরি করছি।

ইউসুফ বললেন, "তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য অবহিত করব। এই জ্ঞান আমার রবই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।'" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৭)

❁ ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ﴾ : খাবার যে আল্লাহর দেওয়া রিজিক ইউসুফ আলাইহিস সালাম সূক্ষ্মভাবে তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৌভাগ্যবান বান্দারা সাধারণ কথাবার্তার মাঝেও আল্লাহকে স্মরণ করার উপলক্ষ খুঁজে নেয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে তারা অনায়াসে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করে যায়।

❁ ﴿نَبَّأْتُكُمَا﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন : ﴿نَبَّأْتُكُمَا﴾ 'আমি তোমাদের অবহিত করব'; বলেননি : ﴿أَعْلَمْتُكُمَا﴾ 'আমি তোমাদের জানাব।' কারণ আরবিতে ﴿اَلنَّبَأُ﴾ বলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ বোঝানো হয়। সামর্থ্য, অবস্থা ও পরিসর অনুসারেই মানুষের কাছে বস্তুর গুরুত্ব নিরূপিত হয়। একজন বন্দীর কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাকে কোন ধরনের খাবার দেওয়া হচ্ছে!

হে আল্লাহ, সকল মাজলুম বন্দীদের প্রতি আপনি রহম করুন; তাদের কষ্ট লাঘব করুন।

❁ ﴿نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا﴾ : মানুষের সঙ্গে আলোচনা করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পিছিয়ে দিন, যেগুলো একটু পরে বললে কোনো সমস্যা নেই; যাতে আপনি তাদেরকে আরও বেশি সময় আপনার কাছে ধরে রাখতে পারেন এবং এই সময়গুলোতে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন।

❁ ﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ﴾ : আল্লাহর শোকর আদায় করার এবং তাঁর নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করার কোনো উপলক্ষই হাতছাড়া করবেন না। হয় সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা করুন, নয় এমন কিছু বলুন, যা আল্লাহর রহমত ও নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেয়।

❋ ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ﴾ : আয়াতে ﴿هُمْ﴾ সর্বনামটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এতে কুফুরির কদর্যতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আপনি যখন কোনো কুফুরি কথা বা কাজের বিষয় উল্লেখ করেন, তখন শীতল ও নিরুত্তাপ ভাষায় উল্লেখ করবেন না; বরং আপনার ভাষায় কুফুরির কদর্যতা ফুটিয়ে তুলুন, যাতে শ্রোতা বুঝতে পারে, কুফুরির পরিণাম কত মারাত্মক!

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

'আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করি; আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করি না। এটি আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৮)

❋ ﴿إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ﴾ : প্রতিটি মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান দিন। সবাইকে যার যার অবস্থানে রাখুন। নাম বলার সময়ও যথাস্থানে উল্লেখ করুন। আপনার জবানকে সঠিক ও ন্যায্য কথায় অভ্যস্ত করুন, এতে আপনার অন্তরও সঠিক ও ন্যায্য চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

❋ ﴿مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ﴾ : আল্লাহর সঙ্গে শিরক এমন এক জঘন্য অপরাধ, যা কোনোভাবেই সংগত নয়।

❋ ﴿أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ﴾ : বলা হয়েছে, অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না। সবাই করে না এমনটি বলা হয়নি। কুরআন থেকে আমাদের বিশুদ্ধ ও নিখুঁত প্রকাশভঙ্গি শেখা উচিত।

﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٣٩﴾

'হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৯)

❁ ﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ﴾ : দুই বা ততোধিক মানুষ যখন এক জায়গায় সমবেত হয়, তখন তারা একই বাতাসে নিশ্বাস নেয়, একই অনুভূতি তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আর একাধিক মানুষ যখন একই স্মৃতি বুকে ধারণ করে, তখন তারা একে অপরের সাথি হয়ে যায়।

❁ ﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ﴾ : সাহচর্য... সান্নিধ্য... এর একটি স্বচ্ছ ও নির্মল দিক আছে। নিকৃষ্ট জায়গায় হলেও তা আপনার স্মৃতির অংশ হয়ে যায়। আপনি তা বারবার স্মরণ করেন, কখনো ভুলতে পারেন না।

❁ ﴿ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগারের সঙ্গীদ্বয়কে একটি তুলনামূলক প্রশ্ন করেছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?' অনেক সময় মানুষকে বোঝানোর জন্য একটি সরল তুলনাই যথেষ্ট হয়ে যায়। সরল চিন্তার মানুষ এতেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারে; সে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে : তার পূর্বের চিন্তা কত বড় ভুল...

❁ ﴿ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ : আপনি এমন কোনো আয়াত বা হাদিস পাবেন না, যেটি বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করছে। মানুষের মেজাজ ও প্রকৃতিতেই বিভক্তির প্রতি অনীহা ও অসন্তুষ্টি প্রোথিত আছে।

مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٤٠﴾

'আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা তো কেবল কতগুলো নামের পূজা করছ, যে নামগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ তো ওগুলো সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন কেবল তাঁরই ইবাদত করো—এটিই শাশ্বত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪০)

❁ ﴿مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ﴾ : আল্লাহকে বাদ দিয়ে মুশরিকরা যেসব বস্তুর পূজা করে, সেগুলো পূজারিদের না কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি করতে পারে; যেন এসব মনগড়া ইলাহ কেবল কিছু নামই, কাজ বলতে এখানে কিছুই নেই। এসব অকর্মণ্য ইলাহ যেন থেকেও নেই।

❁ ﴿سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم﴾ : কত বড় অপরাধ করে গেছে তাদের বাপ-দাদারা! সন্তানসন্ততির জন্য তারা রেখে গেছে কুফরের মিরাস আর বংশধররা যুগের পর যুগ ধরে প্রজন্মপরম্পরায় কুফুরি করে যাচ্ছে...

❀ ❀ ❀

يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسۡقِي رَبَّهُۥ خَمۡرٗاۖ وَأَمَّا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦۚ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ ﴿٤١﴾

'হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখি তার মাথা ঠুকরে খাবে। তোমরা যে ব্যাপারে জানতে চাচ্ছ, তার ফায়সালা হয়ে গেছে।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪১)

❁ ﴿أَمَّآ أَحَدُكُمَا﴾ : স্বপ্নের তাবির ও ব্যাখ্যা করার অন্যতম আদব হলো, ব্যাখ্যাকারী অপ্রয়োজনীয় কিংবা ভীতিকর বিবরণ দেবে না। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাবির করার সময় স্পষ্ট করে বলেননি, কাকে শূলে চড়ানো হবে এবং কে মনিবকে মদ পান করাবে।

❁ ﴿أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا﴾ : স্বপ্নের তাবির করার অন্যতম সূত্র হলো, ভূমিকা দেখে উপসংহার নির্ণয় করা। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখানে মদ বানানোর তাবির করেছেন : মদ পান করানো। মদ বানানো হলো, ভূমিকা আর এর পরিণতি হলো, পান করা।

❁ ﴿فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا﴾ : স্বপ্নের বাহ্যিক অবস্থার দিকে খেয়াল রেখেই তাবির করুন, একেবারে অস্বাভাবিক কোনো অর্থ বের করার চেষ্টা করবেন না। কারণ স্বপ্ন এমনিতেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক ও দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন বন্দী মুক্তি পাওয়াই তো অস্বাভাবিক, সেখানে তার পূর্বের পদে পুনর্বহাল হওয়া একেবারেই বিস্ময়কর ব্যাপার!

❁ ﴿وَأَمَّا ٱلْءَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ﴾ : স্বপ্নের তাবির করার একটি সূত্র হলো, প্রাকৃতিক নিয়ম। ভেবে দেখুন, পাখি সাধারণত শূলে নিহত ব্যক্তির মাথাই ঠুকরে খায়।[৩৪]

❁ ﴿فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ﴾ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার একটি আদব হলো, তাবির করার সময় স্বপ্নদ্রষ্টাকে ইঙ্গিত দেবেন, তার স্বপ্নের কোন বিষয়টি থেকে আপনি আপনার পেশকৃত তাবিরটি বের করেছেন, যাতে আপনার করা তাবিরটির ব্যাপারে তার ইয়াকিন হয়ে যায়।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই তাবিরটিতে দেখুন, এখানে আসল কথা হলো, স্বপ্ন যে দেখেছে তাকে শূলিতে চড়ানো হবে—পাখি তার

---

৩৪. ভেবে দেখুন, পাখি কখনো জীবিত মানুষের মাথা ঠুকরে খায় না। তাই এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটি মারা যাবে। দ্বিতীয়ত পাখিতে মৃত মানুষের কেবল মাথা ঠুকরে খাওয়ারও বিশেষ কোনো কারণ নেই। কারণ লাশ যখন পড়ে থাকে, তখন যেকোনো অংশ থেকেই ঠুকরে খেতে পারে। কেবল শূলে চড়িয়ে হত্যা করলেই মাথা ঠুকরে খাওয়া স্বাভাবিক হয়। কারণ শূলে চড়ালে লাশটি দাঁড়ানো অবস্থাতেই থাকে।

মাথা ঠুকরে খাক বা না খাক; তবুও তিনি পাখিতে ঠুকরে খাওয়ার কথা উল্লেখ করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এটিই তাবিরের মূলসূত্র। সে স্বপ্নে দেখেছিল, পাখি তার মাথায় রাখা রুটি ঠুকরে খাচ্ছে।

❀ ❀ ❀

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

'ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বোলো।' কিন্তু মনিবের কাছে তা উল্লেখ করার কথা শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই ইউসুফ আরও কয়েক বছর কারাগারে কাটালেন।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪২)

❀ ﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾ : আপনি কেবল আল্লাহর ওপরই আস্থা রাখুন। বিপদ থেকে উদ্ধার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। রাজার দেখা এক স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেল থেকে মুক্তি দেন; ঘুমন্ত আসহাবে কাহাফকে তিনিই সূর্যের গনগনে রশ্মি থেকে রক্ষা করেন, ভয়ংকর তুফান দিয়ে নুহ আলাইহিস সালামকে সাহায্য করেন।

❀ ﴿فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ : শয়তান চায় নেককার লোকেরা কারাগারে বন্দী হয়ে থাকুক। এ ব্যাপারে সে সবার চেয়ে বেশি আগ্রহী।

❀ ﴿فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ইউসুফ আরও কয়েক বছর কারাগারে কাটান।' কিন্তু তিনি তো সঠিক মেয়াদটি জানেন : ঠিক কত বছর ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলে ছিলেন, তিনি চাইলে তা স্পষ্ট করে বলতে পারতেন। তবুও তিনি বলেননি; যাতে আমরা এসব অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিবরণ নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে পড়ি।[৩৫]

---

৩৫. কারণ, এখানে মূল উদ্দেশ্য ইতিহাসচর্চা নয়; বরং শিক্ষা অর্জন করা।

ষষ্ঠ রুকু

রাজার স্বপ্ন—ইউসুফের তাবির

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

'রাজা বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গরু, যেগুলোকে সাতটি শীর্ণকায় গরু খেয়ে ফেলছে। আরও দেখলাম, সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ। হে পরিষদবর্গ, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো, তবে আমার এই স্বপ্নের তাৎপর্য খুলে বলো।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৩)

❁ ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ﴾ : একটি সাধারণ স্বপ্ন ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারামুক্তির কারণ হলো! আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রজ্ঞা ও নৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি ছোট মাধ্যম ব্যবহার করে বড় কাজ সমাধান করেন।[৩৬]

❁ ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ﴾ : পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি চাইলে আপনাকে সামান্য বিষয়েও অস্থির করে তুলতে পারেন। আলোচ্য ঘটনায় দেখুন না, সামান্য একটি স্বপ্ন মিসরের বাদশাহর অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করেছে, সে এর তাবিরের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

---

৩৬. সামান্য মশা দিয়ে নমরুদকে শায়েস্তা করেন, ছোট ছোট পাখি দিয়ে আবরাহার বাহিনিকে নাস্তানাবুদ করেন, সমুদ্রের পানিতে ফেরাউনকে চুবিয়ে মারেন। আসলেই আল্লাহ তাআলা যখন লড়াই বাঁধানোর ইচ্ছা করেন, হাতিয়ার হিসেবে এমন কিছু বেছে নেন, বিস্মিত না হয়ে আমাদের আর উপায় থাকে না!

❁ ﴿سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖ﴾ : রাজা দেখেছে, সাতটি মোটা গরু সাতটি শীর্ণ গরুকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ সাতটি শুষ্ক শীষকে খেয়ে ফেলছে। এখানে দুটি আলাদা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে : একটি সাদৃশ্য অপরটি বৈপরীত্য। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ব্যাখ্যা করার সময় এই দুটি ইঙ্গিত কাজে লাগিয়েছেন। এখানে দুই ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। একটি হলো সংখ্যায় : উভয় দিকেই সাত; দ্বিতীয়টি হলো বৈশিষ্ট্যে : মোটার সাথে সবুজের এবং শীর্ণতার সঙ্গে শুষ্কতার মিল আছে। মোটা ও সবুজ থেকে তিনি ধরে নিলেন উত্তম অবস্থা আর শীর্ণতা ও শুষ্কতা থেকে ধরে নিলেন মন্দ অবস্থা। দ্বিতীয় ইঙ্গিত হলো, বৈপরীত্য। মোটা গরু শীর্ণ গুরুকে খেয়ে ফেলছে এবং সবুজ শীষ শুষ্ক শীষকে খেয়ে ফেলছে। খাওয়া থেকে তিনি দুর্ভিক্ষের বিষয়টি আঁচ করলেন এবং শীষ থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, এই দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার উপায় হলো, বেশি করে গম উৎপাদন করা। আল্লাহ রব্বুল আলামিনই ভালো জানেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীরা স্বপ্নের সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য থেকে এভাবে ইঙ্গিত গ্রহণ করতে পারে।

قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمٖۖ وَمَا نَحۡنُ بِتَأۡوِيلِ ٱلۡأَحۡلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ٤٤

'তারা বলল, এটি অর্থহীন স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৪)

❁ ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَأۡوِيلِ ٱلۡأَحۡلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ﴾ : যে জানে না, তার উচিত ফতোয়া না দিয়ে চুপ থাকা। তবে না জানার বিষয়টি স্বীকার করা পৌরুষের পরিচয়। মিথ্যাবাদী ও জাদুকররা সাধারণত নিজেদের মূর্খতা স্বীকার করে না।

وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

'কারাগারের দুই সঙ্গীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হওয়ায় সে বলল, "আমি আপনাদেরকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য জানাতে পারব। আপনারা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠান।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৫)

❋ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا﴾ : আপনি যদি নিজে আলিম না হোন, অন্তত আলিম ও উম্মাহর মাঝে সেতুবন্ধন হয়ে কাজ করুন। আলিমদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিন।

❋ ﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ : আল্লাহর ফায়সালার বিজলী যখন চমকে ওঠে, স্মৃতির আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে।

❋ ﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ : মুক্তিপ্রাপ্ত সাথিটির ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা মনে পড়ে বহুদিন পর। আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে সাহায্য করার ইচ্ছে করেন, অন্যদেরকে আপনার কথা মনে করিয়ে দেন।

❦ ❦ ❦

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

'(সে বলল) "ইউসুফ, হে সত্যবাদী, সাতটি মোটাতাজা গরু যাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গরু খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং তারা তা জানতে পারে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৬)

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا﴾ : কখনো একজন মদ প্রস্তুতকারীও আলিমদের প্রতি আদব ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণে অনেক তালিবে ইলমকে ছাড়িয়ে যায়। বড়দেরকে যথাযোগ্য উপাধি সহযোগে সম্বোধন করুন।

❖ ❖ ❖

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

'ইউসুফ বললেন, "তোমরা লাগাতার সাত বছর চাষ করবে; এ সময়ে তোমরা যে শস্য কেটে আনবে, তার মধ্যে তোমাদের খাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ ছাড়া বাকিটা শীষসহ রেখে দেবে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৭)

﴿فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ﴾ : কথা বলার সময় একেবারে শাস্ত্রীয় ও আভিধানিক ভাষা ব্যবহার করবেন না। আপনার বক্তব্য, উপদেশ ও নির্দেশনা ব্যবহারিক ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে পেশ করুন।

❖ ❖ ❖

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

'এর পর আসবে কঠিন সাতটি বছর, এই সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে[৩৭] তা ব্যতীত।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৮)

﴿سَبْعٌ شِدَادٌ﴾ : কখনো বছরকে বলা হয় 'কঠিন বছর', যেমনটি আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। কখনো দিনকে বলা হয় 'অশুভ দিন', যেমন

---

৩৭. বীজ ইত্যাদির জন্য।

কুরআনে এসেছে : ﴿فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ﴾ 'অশুভ দিনে।'[৩৮] আবার কখনো সময়কে বলা হয় 'কঠিন সময়' যেমন কুরআনে এসেছে : ﴿هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ 'এটি কঠিন দিন।'[৩৯] এসব ক্ষেত্রে সময়ের নিন্দা করা হয়নি, সময়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র।[৪০]

❧ ❧ ❧

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

'তারপর একটি বছর আসবে, যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।'[৪১] (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৪৯)

- কষ্টের মাঝেও শান্তির খোঁজ করুন। আজাবের মাঝেও নিয়ামতের প্রতীক্ষায় থাকুন।

- মানুষকে সুসময়ের সুসংবাদ দিন।

- মুফাসসিরগণ বলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে বলেছেন, 'তারপর একটি বছর আসবে, যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে'—এই সংবাদটি তিনি ওহির মাধ্যমে পেয়েছেন, স্বপ্নে এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত নেই। আমি বলি, সম্ভবত স্বপ্নদ্রষ্টা আর ব্যাখ্যাকারীর মাঝে যে ব্যক্তি মধ্যস্থতা করে, তার অবস্থাও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ধর্তব্য হয়। স্বপ্নের তাবির জানতে পাঠানো হয় আঙুর নিংড়ে মদ প্রস্তুতকারী এক ব্যক্তিকে। এখান থেকেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ফুল-ফসলে সমৃদ্ধি আসার বিষয়টি আঁচ করেছেন। কারণ লোকটির মাধ্যমেই তাঁর কারাজীবনের সমাপ্তি ঘটে; আর আঙুর নিংড়ে মদ প্রস্তুত করার মতো প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অবসানের আলামত। আল্লাহ রব্বুল আলামিনই অধিক অবগত।

❧ ❧ ❧

---

৩৮. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৬।
৩৯. সুরা হুদ, ১১ : ৭৭।
৪০. হাদিসে সময়কে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। দেখুন, সহিহু মুসলিমের ২২৪৬ নং হাদিস।
৪১. অর্থাৎ প্রচুর ভোগবিলাস করবে।

সপ্তম রুকু

কারাগার থেকে সিংহাসন

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

'রাজা বলল, "তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" কিন্তু দূত যখন তাঁর কাছে গেল তিনি বললেন, "তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা তাদের হাত কেটেছিল, তাদের খবর কী? আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫০)

❁ ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ﴾ : মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অনুপাতে নির্ধারিত হয়। যে যত বেশি সৎ, সে তত বেশি শ্রেষ্ঠ।[৪২]

❁ ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ﴾ : হে আলিম, দুনিয়াদারদের যেকোনো আহ্বানে সাড়া দেবেন না। আপনার আলিমসুলভ গাইরত ও আত্মমর্যাদা যেন অটুট থাকে।

❁ ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ﴾ : সূর্যের মতো উজ্জ্বল পরিষ্কার ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করুন। মানসিক দুবর্লতা নিয়ে রাজদরবারের কাছেও ঘেঁষবেন না।

❁ ﴿قَالَ ٱرْجِعْ﴾ : যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নার টুঁটি চেপে ধরে বলে : ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই'; সে-ই বাদশাহর দূতকে বলতে পারে : ﴿ٱرْجِعْ﴾ 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো...' যে ব্যক্তি

৪২. আয়াতের মর্মের সঙ্গে মুহতারাম লেখকের এই মন্তব্যের সম্পর্ক অস্পষ্ট।

নিজের নফসের ওপর বিজয়ী হয়, সে পৃথিবীর সকল বাদশাহর ওপর বিজয়ী হয়!

❋ ﴿ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ : এই কথাগুলো ছাড়া কারাজীবনের অবসান ঘটতে পারে না...[৪৩]

❋ ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ﴾ : জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহর কাছ থেকে নিজের সততা ও নিষ্কলুষতার জবানবন্দি নিয়েছেন। তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়টি যদি সংশয়পূর্ণ থাকে, তবে তাঁর জেল থেকে বের হয়ে কী ফায়দা!

❋ ﴿مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ : রক্তের দৃশ্য ভুলে যাওয়া কঠিন। যদিও নারীরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা হাত কেটে ফেলার চেয়েও কঠিন; তবুও রক্তের একটি প্রভাব আছে...

❋ ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ : জালিম যখন আপনার ওপর জুলুম করে, আপনাকে কষ্ট দেয়, তখন আপনার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হলো, আল্লাহ আপনার অবস্থা জানেন। আপনি যখন কল্পনা করেন, এই জুলুম আল্লাহ তাআলা দেখছেন, আপনার সব পেরেশানি মুহূর্তেই উবে যায়, আপনার অন্তরে স্বস্তি ফিরে আসে। ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় আল্লাহ তাআলা কি মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলেননি : ﴿لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি সব শুনছি এবং দেখছি।[৪৪] এতটুকুই তো যথেষ্ট...

---

৪৩. যে অপবাদ মাথায় নিয়ে তিনি এতদিন কারাভোগ করেছেন, সেই অপবাদই যদি মাথা থেকে না সরল, তবে তাঁর জেল থেকে বের হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাই ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে জেল থেকে বের হতে রাজি হননি।

৪৪. সুরা তহা, ২০ : ৪৬।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦۚ قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٥١﴾

'রাজা নারীদের বলল, "তোমরা যখন ইউসুফকে প্ররোচিত করেছিলে, তখন তোমাদের কী হয়েছিল?" তারা বলল, "আল্লাহর কী মহিমা! তাঁর মধ্যে আমরা কোনো দোষ পাইনি।" আজিজের স্ত্রী বলল, "এখন সত্য প্রকাশ হয়েছে। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম। আর নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫১)

- ﴾قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦۚ قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ﴿ : একজন শাসক একটিমাত্র কঠিন প্রশ্ন ও সরল তদন্তের মাধ্যমে একটি মিথ্যার সমাপ্তি ঘটাতে পারে, যে মিথ্যার কারণে একজন নির্দোষের কারাদণ্ড হয়েছে।

- কুপ্রবৃত্তি যখন আপনাকে বলে : ﴾حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا﴿ 'আল্লাহর কী মহিমা! এ তো মানুষ নয়' তখন আপনি আল্লাহ তাআলাকে আঁকড়ে ধরুন এবং সবর করুন; আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনার ব্যাপারে বলা হবে : ﴾حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۚ﴿ 'আল্লাহর কী মহিমা! তাঁর মধ্যে আমরা কোনো দোষ পাইনি।'

- যে ব্যক্তি নারীদেরকে তার ব্যাপারে ﴾حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا﴿ 'আল্লাহর কী মহিমা! এ তো মানুষ নয়' বলতে দেখেও নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখে, আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কার দেন : ﴾حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۚ﴿ 'আল্লাহর কী মহিমা! তাঁর মধ্যে আমরা কোনো দোষ পাইনি।'

- ﴾ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ﴿ : মানুষ যখন আপনার ব্যাপারে অপবাদ ও দুর্নাম রটায়, আপনি সবর করুন; তাদের হাসি-ঠাট্টার সামনে নিজেকে দৃঢ় রাখুন, আল্লাহ একসময় হক প্রকাশ করে দেবেন...

❁ ﴿ٱلۡـَٰٔنَ حَصۡحَصَ ٱلۡحَقُّ﴾ : দৃঢ়পদ থাকুন। মিথ্যার চমক দেখে ভয় পাবেন না। পাহাড়ের মতো অটল থাকুন, যতক্ষণ না পরিপূর্ণভাবে সত্য প্রকাশিত হয়...

❁ ﴿أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ﴾ : অবশেষে বাদশাহর স্ত্রীর জবানবন্দি : 'আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম।' এভাবেই সেই ছলনাময়ী নারীর ভাগ্যে জুটল দুনিয়াসম লাঞ্ছনা, ইতিহাসের ভ্রূকুটি আর কুরআনের শাশ্বত মোহর...[৪৫]

❁ ﴿أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ : আল্লাহ তাআলা যখন আলিমদের ইজ্জতের হিফাজত করতে চান, তখন জনগণকে তাদের মর্যাদার প্রহরী বানিয়ে দেন; এমনকি তারা আলিমদের পক্ষে রীতিমতো বিতর্কে লিপ্ত হয়।

❀ ❀ ❀

ذَٰلِكَ لِيَعۡلَمَ أَنِّي لَمۡ أَخُنۡهُ بِٱلۡغَيۡبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي كَيۡدَ ٱلۡخَآئِنِينَ ﴿٥٢﴾

'(ইউসুফ বললেন,) এটি এই জন্য দরকার ছিল, যাতে আজিজ জানতে পারে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫২)

❁ ﴿ذَٰلِكَ لِيَعۡلَمَ﴾ : আপনার নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া, আপনার ব্যাপারে রটানো অপবাদ মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া এবং জনগণের সামনে আপনার সততা ও নিষ্কলুষতা স্পষ্ট হওয়া দুনিয়ার সবচেয়ে মধুর ও সুখকর ঘটনা। জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হয় না...

❁ ﴿لَمۡ أَخُنۡهُ بِٱلۡغَيۡبِ﴾ : দৃষ্টির অগোচরে যে খিয়ানত করে না, সে মানুষের উপস্থিতিতেও খিয়ানত করে না। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর নবি ইউসুফ...!

---

৪৫. কুরআনে উঠে আসার কারণে এই লাঞ্ছনার ইতিহাস বিশ্ববাসীর সামনে চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। যেন কুরআন এই লাঞ্ছনার ওপর স্থায়ী মোহর বসিয়ে দিল...

❁ ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ﴾ : আপনার বিরোধীরা যখন আপনার সঙ্গে গাদ্দারি করে, মনে দুঃখ পাবেন না, তারা মূলত নিজেরাই নিজেদের পরাজয় ডেকে আনছে।

❁ ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ﴾ : যদিও নারীটির এক আত্মীয় ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে, তবুও রাজা নিশ্চিত হতে পারেনি, এই সাক্ষ্য তার মনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিষ্কলুষতার ব্যাপারে প্রবল ধারণার সৃষ্টি করেছে মাত্র। সাক্ষীদাতা কে ছিল, এই নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায় : ক. দোলনার শিশু ও খ. জনৈক আত্মীয়। অন্যের সাক্ষ্যের চেয়েও অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি আমাদেরকে বেশি নিশ্চিত করে।

❦ ❦ ❦

۞وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

'আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ। তবে আমার রব অনুগ্রহ করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৩)

❁ ﴿وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾ : 'আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না'—এটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা। নিজেকে নিষ্পাপ মনে করবেন না; যদিও আপনার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্তরে উন্নীত হয়।

❁ ﴿لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾ : নফস ও কুপ্রবৃত্তি আমাদের মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আয়াতে নফসকে বলা হয়েছে ﴿أَمَّارَةٌ﴾ 'অতি মাত্রায় নির্দেশদাতা।' এই নফস আমাদের কত মন্দ কাজেই না প্ররোচিত করে!

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

'রাজা বলল, "ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব।" এরপর ইউসুফের সঙ্গে যখন রাজার কথা হলো, তাকে বলল, "আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাসভাজন।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৪)

❋ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর রাজা বলেছিল : ﴿ٱئْتُونِى بِهِۦ﴾ 'ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো' আর নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পর বলেছে : ﴿ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾ "ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো; আমি তাঁকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব।' আপনার ইলম আপনাকে মানুষের নৈকট্য দান করবে আর আপনার পবিত্রতা আপনাকে মানুষের একান্ত বন্ধুতে পরিণত করবে।

❋ ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾ : মূল্যবান সবকিছুকেই একান্ত নিজের করে পাওয়ার বাসনা বাদশাহদের সহজাত।

❋ ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ : আল্লাহর পথের দায়িরা হলেন আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাই দুষ্কৃতিকারীরা তাদেরকে নীতিনির্ধারকদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সব সময় সচেষ্ট থাকে।

❋ ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ﴾ : আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বললে শ্রোতা যতটুকু প্রভাবিত হবে, আপনার ব্যাপারে অন্যের মুখ থেকে শুনলে অতটুকু প্রভাবিত হবে না।

❋ ❋ ❋

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

'ইউসুফ বললেন, "আমাকে দেশের ধনভান্ডারের কর্তৃত্ব দান করুন; আমি বিশ্বস্ত রক্ষক এবং এই ব্যাপারে আমার পর্যাপ্ত জ্ঞানও আছে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৫)

❁ ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ : নাফরমানির মুখোমুখি হয়ে যে জবান বলে উঠেছিল : 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই', আল্লাহ তাআলা সেই জবানকে এতটাই মর্যাদাবান করে তুললেন যে, সে সরাসরি বাদশাহকে সম্বোধন করছে পরিপূর্ণ ইজ্জত ও গাইরতের সাথে...!

❁ ﴿ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ﴾ : দায়িদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের কল্যাণ!

❁ ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ : ইতিহাসের বিশুদ্ধতম আত্মজীবনী...

❦ ❦ ❦

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

'এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সেখানে সে তাঁর যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আর আমি পুণ্যবানদের কর্মফল নষ্ট করি না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৬)

❁ ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ : আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের সংকীর্ণ কারাপ্রকোষ্ঠে থাকতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, পরিণামে আল্লাহ তাআলা মিসরের বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে তার আবাসস্থল বানিয়ে দিলেন, তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন।

❁ ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ﴾ : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি।' এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কাদের প্রতি দয়া করার ইচ্ছে করেন? এই ব্যাপারে সুরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বলেন : ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ 'আর আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। তাই আমি আমার এই দয়া তাদের জন্য নির্ধারণ করব, যারা তাকওয়া

অবলম্বন করে, জাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।'[৪৬] একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই গুণগুলো ইউসুফ আলাইহিস সালামের মাঝে পুরো মাত্রায় ছিল। তাই তিনি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত প্রমাণিত হন।

সুরা ইউসুফের আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের পুরস্কার লাভের জন্য ইমান ও তাকওয়ার গুণের কথা এসেছে। তবে সেখানে জাকাতের কথা আসেনি; জাকাতকে যেন তাকওয়ারই অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে; তাই সুরা আরাফের আয়াতটিতে জাকাতকে তাকওয়ার ওপর আত্‌ফ করা হয়েছে। অতএব এখান থেকে বোঝা গেল মুমিন ও মুত্তাকিরা দুনিয়ার রহমত যেমন পায়, তেমনই আখিরাতের পুরস্কারও পায়। হে আল্লাহ, আমাদেরও আপনি মুমিন ও মুত্তাকিদের দলে শামিল করুন।

❀ ❀ ❀

وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

'মুমিন ও মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৭)

❁ ﴿وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ﴾ : জান্নাতিদের কাছে তাকওয়ার স্মৃতি, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার স্মৃতি কতই না মধুর হবে! আখিরাতের প্রতিটি অঙ্গনে তাদের মনে পড়বে তাকওয়ার কথা...

❀ ❀ ❀

---

৪৬. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৬।

অষ্টম রুকু

ভাইদের মিসর আগমন—ইউসুফের পরিকল্পনা

وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ﴿٥٨﴾

'ইউসুফের ভাইয়েরা এসে তাঁর দরবারে প্রবেশ করল। তিনি তাদের চিনতে পারলেন; কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৮)

❁ ﴿وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ﴾ : পায়ে হেঁটে তারা সে মানুষটির কাছে এসেছে, যাকে তারা গভীর কূপে নিক্ষেপ করেছিল। ওই যে কূপে ফেলার সময় আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন : ﴿وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمۡرِهِمۡ هَٰذَا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ﴾ 'এমন সময় আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম, একদিন তুমি তাদেরকে তাদের এই অপকর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না'—তার বাস্তবায়ন এখান থেকে শুরু হয়ে গেল!

❁ ﴿وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ﴾ : ভাইয়েরা কয়েক দশক আগে এলে দেখতে পেত, ইউসুফ রাজপ্রাসাদের এক তরুণ কর্মচারী আর কয়েক বছর পূর্বে এলে দেখতে পেত, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মিসরের কারাগারে বন্দী। কিন্তু তারা এখন এসেছে, যাতে ইউসুফকে মিসরের বাদশাহরূপে দেখতে পায়। তাই দোয়া কবুল হচ্ছে না কেন, হচ্ছে না কেন বলে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহ আপনাকে সম্মানের বিজয় দান করতে চান—একটু দেরিতে হলেও আপনি বিজয়ী হবেন; তাই সবর করুন।

❁ ﴿وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ﴾ : সেই সিরিয়া থেকে মিসর—দীর্ঘ ও কঠিন সফর, পথের ধুলোবালিতে ধূসর তাদের পদযুগল... চেহারায় হয়তো জমে আছে আসন্ন শাস্তির বিষণ্নতা...

❁ ﴿وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ : ভাই হওয়ার একটি অসুবিধা হলো, আপনি যদি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেন, তবুও সে আপনার ভাই-ই থেকে যায়। সে যদি আপনার হৃদয়কে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখারও করে দেয়, তবুও সে আপনার ভাই-ই থেকে যায়। এমনকি আপনি যদি তার সব স্মৃতি মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায়ও করে দেন, তবুও সে আপনার ভাই-ই থেকে যায়।

❁ ﴿فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ﴾ : যারা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করেছিল, যাতে তিনি তাদের দেখতে না পান, তারাই এখন তাঁর দরবারে প্রবেশ করছে, যাতে তিনি তাদের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকান।

❁ ﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ : অপরাধের পুরাতন রেখাগুলো যেন দৌড়াদৌড়ি করে তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ধূলিমলিন চেহারায়—সময়ের নিষ্ঠুরতা যেখানে ফেলেছে পরিবর্তনের ছাপ।

❁ ﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ : তাদের দেখে ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৌনতার ভাষায় যেন বলছিলেন, অবশেষে তোমরা এলে?

❁ ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ﴾ : সেই মানুষগুলোকে তিনি কীভাবে ভুলবেন, যারা তাঁকে হত্যা করার ছক কষেছিল? সেই চেহারাগুলো তিনি কীভাবে ভুলবেন, কূপের ওপর থেকে যারা তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল এই আশায়, কবে তাঁর হাত থেকে মুক্তি মিলবে?

❁ ﴿فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ﴾ 'ভাইয়েরা তাঁর দরবারে প্রবেশ করল' ও ﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ 'তিনি তাদের চিনতে পারলেন'—এই দুইয়ের মাঝে আছে একঝাঁক তপ্ত মলিন স্মৃতি... অশ্রু ও কান্নায় জড়ানো এক বেদনাবিধুর উপাখ্যান... যা ক্যাসেটের ফিতার মতো দ্রুত বেগে ঘুরছিল ইউসুফ আলাইহিস সালামের মনে...

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ﴿٥٩﴾

'তিনি তাদেরকে তাদের রসদসামগ্রীর জোগান দিয়ে বললেন, "তোমরা তোমাদের ভাইকে তোমাদের পিতার কাছ থেকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দিই এবং আমি কত ভালো অতিথিপরায়ণ?"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৫৯)

❁ ﴾قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم﴿ : সিংহাসনের জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি হৃদয়ে লালিত সহোদরের ভালোবাসা ম্লান করতে পারেনি।

❁ ﴾قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ﴿ : ফেলে আসা ভালোবাসা, শৈশবের অমলিন স্মৃতি আর ভাইয়ের প্রতি অদম্য অনুরাগ যেন শাসকসুলভ প্রতাপে ঝড়ো হাওয়ার ন্যায় প্রবাহিত হলো..

❦ ❦ ❦

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ﴿٦٠﴾

'কিন্তু তোমরা যদি তাকে না নিয়ে আসো, তবে আমার কাছে কোনো বরাদ্দ পাবে না এবং আমার কাছেও আসতে পারবে না।'[৪৭] (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬০)

❁ ﴾فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ﴿ : ভাইয়েরা যদি মিসর-শাসকের জারি করা ফরমানে লুক্কায়িত ক্ষোভ ও তাঁর প্রকাশভঙ্গির উষ্ণতা উপলব্ধি করতে পারত, তবে অনায়াসেই বুঝতে পারত, তিনিই ইউসুফ...

❦ ❦ ❦

৪৭. তাকে আনতে না পারলে বোঝা যাবে, তোমাদের তেমন কোনো ভাই নেই, তোমরা মিথ্যা বলে তার নামে বরাদ্দ চাচ্ছ।

قَالُواْ سَنُرَٰوِدُ عَنۡهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦١﴾

'তারা বলল, "আমরা এ ব্যাপারে তার বাবাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব এবং আমরা এটি করবই।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬১)

❋ ﴾أَبَاهُ﴿ : বিনয়ামিনকে যেহেতু ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বেশি ভালোবাসতেন, তাই ভাইয়েরা বলছে, তার বাবা—যেন তিনি কেবল তারই বাবা!

❀ ❀ ❀

وَقَالَ لِفِتۡيَٰنِهِ ٱجۡعَلُواْ بِضَٰعَتَهُمۡ فِي رِحَالِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَعۡرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٦٢﴾

'ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদের বললেন, "ওরা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে, তা ওদের মালপত্রের মধ্যেই রেখে দিয়ো, যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে গিয়ে ওরা তা জানতে পারে। তাহলে ওদের আবার আসার সম্ভাবনা থাকবে।"'[৪৮] (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬২)

❋ ﴾وَقَالَ لِفِتۡيَٰنِهِ﴿ : জেলে যাওয়ার পূর্বে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজেই ছিলেন রাজপ্রাসাদের কর্মচারী। এখন তিনিই হলেন শাসক আর শত শত কর্মচারী দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর হুকুমের অপেক্ষায়! ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পরীক্ষার পরেই আসে...

❀ ❀ ❀

فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيهِمۡ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلۡكَيۡلُ فَأَرۡسِلۡ مَعَنَآ أَخَانَا نَكۡتَلۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٦٣﴾

'তারপর তারা তাদের বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই আমাদের সাথে আমাদের

৪৮. তাদের পুনরায় আসার আগ্রহ যাতে হয় অথবা মূলধনের অভাবে তাদের আসার ব্যাপারে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়।

ভাইকে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার হিফাজত করব।'" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৩)

❁ তারা কোন মুখে বলতে পারল : ﴿فَأَرۡسِلۡ مَعَنَآ أَخَانَا نَكۡتَلۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ : 'আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার হিফাজত করব'—তাদের কি মনে পড়েনি পূর্বে তারা কী বলেছিল : ﴿أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا يَرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ 'আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, সে আনন্দ করবে এবং খেলাধুলা করবে। আর তার দেখাশোনার জন্য আমরা তো আছিই।'

❁ ﴿أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا﴾ 'আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন' এবং ﴿فَأَرۡسِلۡ مَعَنَآ أَخَانَا﴾ 'আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন'—এই দুইয়ের মাঝে কেটে গেছে অনেকগুলো ইউসুফময় বছর!

❁ এখানে দুটি কথা : একটি হলো—﴿أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا يَرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ 'আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, সে আনন্দ করবে এবং খেলাধুলা করবে। আর তার দেখাশোনার জন্য আমরা তো আছিই।' আর দ্বিতীয়টি হলো—﴿فَأَرۡسِلۡ مَعَنَآ أَخَانَا نَكۡتَلۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ : 'আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার হিফাজত করব।' প্রথম কথাটি দ্বিতীয় কথাটিকে অর্থহীন করে দিয়েছে।

❁ ❁ ❁

قَالَ هَلۡ ءَامَنُكُمۡ عَلَيۡهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمۡ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبۡلُ فَٱللَّهُ خَيۡرٌ حَٰفِظٗاۖ وَهُوَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٦٤﴾

'পিতা বললেন, "পূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদেরকে যেরূপ বিশ্বাস করেছিলাম, এবার তার ব্যাপারেও কি তোমাদের সেরূপ বিশ্বাস করব? যা হোক, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হিফাজতকারী এবং তিনিই

সবচেয়ে বড় দয়ালু।'" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৪)

❁ ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾ : সাবধান! আপনার প্রিয়জন যখন একবার আপনার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা কঠিন...

❁ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যখন বলেছিলেন : ﴿أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ﴾ 'আমার ভয় হয়, তোমরা যখন তার ব্যাপারে বেখেয়ালে থাকবে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে'—তখন তিনি তাঁর সন্তানকে হারিয়ে ফেলেছিলেন; পক্ষান্তরে যখন বললেন : ﴿فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا﴾ 'আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হিফাজতকারী'—তখন তিনি তাঁর উভয় সন্তানকে ফিরে পেলেন।

❁ ❁ ❁

وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

'তারা তাদের মালপত্র খুলে দেখতে পেল, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, "বাবা, আমরা আর কী প্রত্যাশা করতে পারি? এই দেখো, আমাদের পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যসামগ্রী এনে দেবো এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাজত করব; আর অতিরিক্ত এক উটবোঝাই পণ্য আনব; যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।'" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৫)

❁ ﴿وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ : মানুষের জীবনে এমন কোনো অবদান রাখুন, যা তাদেরকে বারবার আপনার কথা মনে করিয়ে দেবে...

❁ ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ : আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে যখন অন্যরা তাদের কথার ভাঁজে উল্লেখ করে এবং

অন্য অনেক অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে, তখন তা আপনার জন্য বড় সমস্যা হয়ে যায়।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

'তিনি বললেন, "যতক্ষণ তোমরা তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে মর্মে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না করবে, ততক্ষণ আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না—অবশ্য তোমরা যদি একান্ত অসহায় হয়ে পড়ো।" এরপর তারা যখন তাঁর কাছে অঙ্গীকার করল, তিনি বললেন, "আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৬)

- ﴾قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ﴿ 'আমি অতক্ষণ তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না...'—ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এই কথায় কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে। আর ﴾إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ﴿ 'অবশ্য তোমরা যদি একান্ত অসহায় হয়ে পড়ো'—এ কথায় রহমত প্রকাশ পেয়েছে। দয়ার সাথে মানুষকে কঠোরও হতে হয়...

- ﴾حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ﴿ : নবির সন্তানরা ভালো করেই জানে, আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার মানে কী; তাই এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

- ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ﴾لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ﴿ বলেছেন, ﴾تجيئوني﴿ বলেননি। যদিও উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। তবে ﴾لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ﴿ শব্দ থেকে বোঝা যায়, তোমরা তাকে আমার হাতে হাতে পৌঁছে দেবে, যেটি ﴾تجيئوني﴿ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। ওয়াল্লাহু আলাম।

وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۖ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

'তিনি বললেন, "হে আমার ছেলেরা, তোমরা একই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং বিভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে।[৪৯] আল্লাহর ফায়সালার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না। ফায়সালা কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁর ওপর ভরসা করি এবং যারা ভরসা করতে চায়, তারা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭)

❋ ﴿وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ﴾ : পিতৃত্ব এক আশ্চর্য বস্তু! এই ছেলেরা কতবার তাঁর আঁতে ঘা দিয়েছে। তবুও তিনি তাদের ভালোবাসেন...

❋ ﴿وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖۖ﴾ : তারা প্রথমে শিশু ইউসুফের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছিল, পরে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে একমত হয়। অনুরূপভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন দরোজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে, তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রাসাদে একত্রিত করেন।

❋ ﴿لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ﴾ : মানুষের দৃষ্টি যেন তোমাদের দিকে নিবদ্ধ না হয়। কারণ তাদের মাঝে আছে হিংসুক, ডাকাত, চুগলখোরসহ নানান দুষ্কৃতিকারী। জনতার মাঝে যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকুন; তবে আপনার বিশেষ লোকেরা যেন আপনার দরবারে আপনার মতোই বিশেষ সম্মানের সঙ্গে থাকে।

❋ ﴿عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ﴾ : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলছেন, 'আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করছি'; অথচ সফরে বের হচ্ছে তাঁর সন্তানরা, তিনি নিজে

---

৪৯. যাতে তোমাদের ব্যাপারে ডাকাত বা দুষ্কৃতিকারী দল বলে কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

বের হচ্ছেন না। সাধারণত মুসাফিরই আল্লাহর ওপর ভরসা করার কথাটি বলে, ঘরে অবস্থানকারী নয়। কারণ নবি ইয়াকুব আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে যেমন চেনেন, তেমনই তাওয়াক্কুলের হাকিকতও বুঝেন। যেমন বলা হয়ে থাকে : আপন ঘরে পরিবার-পরিজনের মাঝে অবস্থানকারী মানুষটিও আল্লাহর দিকে ততটা মুখাপেক্ষী, যতটা উত্তাল সমুদ্রে কাষ্ঠখণ্ডের ওপর দোল-খাওয়া মানুষ আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী। পৃথিবীর সব মানুষকেই প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি তাওয়াক্কুল করে জীবন ধারণ করতে হয়।

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

'তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা সেভাবে প্রবেশ করলেও আল্লাহর ফায়সালার[৫০] বিপরীতে এই সতর্কতা তাদের কোনো কাজে আসেনি। এতে কেবল ইয়াকুবের মনের একটি ইচ্ছাই পূরণ হলো এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৮)

❁ ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم﴾ : মা-বাবা আপনাকে না দেখলেও আপনি তাদের মর্জি অনুযায়ী কাজ করবেন—এটিই তাদের প্রতি আপনার সদ্ব্যবহার।

❁ ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ﴾ : শরিয়াহ ও আকলবিরোধী কোনো কাজ না করা আপনার ইলমের পূর্ণতার পরিচয় বহন করে।

৫০. আল্লাহর ফায়সালা এই যে, তারা বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

নবম রুকু

দুই সহোদরের মিলন—সংকটে ভাইয়েরা

وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَخَاهُۖ قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٦٩

'তারা যখন ইউসুফের কাছে হাজির হলো, তিনি তাঁর ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন এবং বললেন, "আমি তোমার সহোদর। তুমি ওদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৬৯)

❁ ﴿قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ﴾ : প্রতীক্ষা ও বিরহের যন্ত্রণায় আপনার প্রিয় মানুষকে জ্বলতে দেবেন না। তার কাছে সবকিছু খুলে বলুন। তার হৃদয়ে প্রজ্বলিত বিরহের আগুন নিভিয়ে দিন। তাকে সব জানিয়ে দিন।

❁ ﴿فَلَا تَبۡتَئِسۡ﴾ : 'দুঃখ পেয়ো না' বলে আহত হৃদয়গুলোতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিন, বেদনাভারাক্রান্ত অন্তরের বোঝা লাঘব করুন।

❀ ❀ ❀

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمۡ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحۡلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلۡعِيرُ إِنَّكُمۡ لَسَٰرِقُونَ ۝٧٠

'ইউসুফ ভাইদের রসদ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করার সময় তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিলেন। তারপর এক ঘোষক ঘোষণা করল, "হে কাফেলার লোকেরা, তোমরা নিশ্চয়ই চোর।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭০)

❁ ﴾فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴿ : অনেক ভাইয়ের মাঝে যে ভাইটিকে আপনি বিশেষভাবে আপনার প্রিয় বলে জানেন, সে কখনো আপনাকে দুঃখের অন্ধকূপে ফেলে পালিয়ে যাবে না। যারা আপনার জীবনের সুখ কেড়ে নেয়, সে কখনো তাদের দলে থাকবে না।

❁ ﴾ثُمَّ﴿ : আপনার পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে, পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশের মাঝে মাঝে একটু গ্যাপ থাকা দরকার, যেন পুরো ঘটনাটি পরিকল্পিত হওয়ার বিষয়টি অন্যরা আঁচ করতে না পারে।

❁ ﴾أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴿ : ঘোষকটির নাম কী? সে দেখতে কেমন? তার কণ্ঠস্বর কী রকম?—কিছুই বলা হয়নি; কারণ এগুলো অপ্রয়োজনীয় তথ্য। আপনার শ্রোতাকে অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিবরণ দেবেন না।

❦ ❦ ❦

قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

'ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের দিকে ফিরে বলল, "তোমরা কী হারিয়েছ?"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭১)

❁ ﴾وَأَقْبَلُوا۟﴿ : নির্দোষ সামনে অগ্রসর হয়, আর দোষী পালিয়ে যায়...

❁ ভাইয়েরা বলল : ﴾مَّاذَا تَفْقِدُونَ﴿ 'তোমরা কী হারিয়েছ? তারা বলেনি : ﴾ماذا سُرِق منكم﴿ 'তোমাদের কী চুরি হয়েছে?' কারণ, নিজেদের প্রতি তাদের ধারণা এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উঁচু মানের তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষার কারণে চুরি হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে বেশ অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

'তারা বলল, "আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে এটি এনে দিতে পারবে, সে এক উটবোঝাই মালসামগ্রী পাবে এবং আমি এর জিম্মাদার।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭২)

❀ ﴿صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ﴾ : নিখুঁত শব্দচয়ন! তারা বলেছে 'শাহি পানপাত্র।' শাহি শব্দ বলে হয়তো শ্রোতাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

❀ ❀ ❀

قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ عَلِمۡتُم مَّا جِئۡنَا لِنُفۡسِدَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ ٧٣

'ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, "আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জানো, আমরা এদেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৩)

❀ ﴿تَٱللَّهِ﴾ : বিপদে পড়লে মানুষ নিজের অজান্তেই আল্লাহকে স্মরণ করে।

❀ ﴿تَٱللَّهِ﴾ : আল্লাহ ছাড়া কে নির্দোষ প্রমাণ করবে? তাই কাউকে দোষারোপ করা হলে, সে আল্লাহর নামে কসম খায়।

❀ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানরা প্রায়ই ﴿تَٱللَّهِ﴾ বলে থাকে, তাই মুসিবতের সময়ও তাদের মুখ দিয়ে এই শব্দই বেরিয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রায়ই ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ বলে থাকেন, তাই মুসিবতের সময় তাঁর মুখ দিয়ে এটিই বেরিয়েছে। আর নারীরা প্রায়ই ﴿حَٰشَ لِلَّهِ﴾ বলে থাকে, তাই মুসিবতের সময়ও তারা এটিই বলেছে।

প্রতিনিয়ত আপনি যে শব্দটি বলতে অভ্যস্ত, মুসিবতের সময়ও আপনার অজান্তেই আপনি সেটি বলে বসেন...

❀ ❀ ❀

قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ﴿٧٤﴾

'তারা বলল, "যদি তোমরা মিথ্যুক প্রমাণিত হও, তবে তার শাস্তি কী?"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৪)

❁ ﴿قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ﴾ : বিতর্কের অন্যতম একটি কৌশল হলো, আপনি বিপক্ষের মুখ থেকে তার স্বীকৃত বিশ্বাস ও আচরিত নিয়ম-প্রথাগুলো সম্পর্কে তার জবানবন্দি নিয়ে নেবেন—আপনি নিজের প্রমাণাদি পেশ করারও পূর্বে। আর এমন কিছু তথ্য গোপন করে রাখবেন, যেগুলো হঠাৎ উল্লেখ করে তার কথা দিয়েই আপনি তার চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করবেন।

❀ ❀ ❀

قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٧٥﴾

'ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, "যার মালপত্রে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়।[৫১] এভাবেই আমরা অন্যায়কারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৫)

❁ ﴿فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা বলল, 'যার মালপত্রে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়।' অর্থাৎ চুরির শাস্তিস্বরূপ চোরকে দাস হিসেবে রেখে দেওয়া হবে।

যে বিষয়গুলো শরিয়াহ কিংবা প্রচলিত প্রথার কারণে সুবিদিত, সেগুলো বিস্তারিত খুলে বলার দরকার নেই; ইশারা করাই যথেষ্ট। জানা বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি বর্ণনা করা অর্থহীন কাজ।

❀ ❀ ❀

৫১. অর্থাৎ চুরির শাস্তিস্বরূপ তাকেই দাস হিসেবে রেখে দেওয়া হবে।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

'এরপর ইউসুফ তাঁর সহোদর ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে সৎ ভাইদের মালপত্র দিয়ে তল্লাশি শুরু করলেন। তারপর তাঁর ভাইয়ের থলে থেকে পাত্রটি বের করলেন। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে ইউসুফ রাজার আইনে সহোদরকে আটকে রাখতে পারতেন না।[৫২] আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর সকল জ্ঞানীর ওপর আছেন এক মহাজ্ঞানী।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৬)

❋ ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ﴾ : সবাই তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাই; কিন্তু যখন সব ভাইয়ের মাঝেও কাউকে আলাদা করে ভাই বলা হবে, তখন বুঝতে হবে সে অন্য সবার থেকে আলাদা—ভ্রাতৃত্বের গুণটি অন্য সবার চেয়ে তার মাঝে উত্তমরূপে উপস্থিত।

❋ ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ﴾ : আপনার গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন...

❋ ﴿كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ : আল্লাহ যখন আপনাকে ভালোবাসেন, আপনার জন্য কৌশল করেন; আপনার প্রিয় বস্তুগুলোকে সহজেই আপনাকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। এমনকি আপনার সুন্দর কল্পনাগুলোকে চমৎকার সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করে দেন...

৫২. কারণ, সেকালে মিসরে চোরের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত ও জরিমানা।—জালালাইন।

۞ قَالُوٓاْ إِن يَسۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أَخٞ لَّهُۥ مِن قَبۡلُۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفۡسِهِۦ وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡۚ قَالَ أَنتُمۡ شَرّٞ مَّكَانٗاۖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧

ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, "সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার এক সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিল।"[৫৩] কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন, তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না; মনে মনে বললেন, "তোমাদের অবস্থান খুব নিকৃষ্ট। আর তোমরা যা বলছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৭)

❁ ﴿فَقَدۡ سَرَقَ أَخٞ لَّهُۥ مِن قَبۡلُۚ﴾ : কিছু লোক আছে, যারা অতীতে আপনার ব্যাপারে রটানো গুজব, অপবাদ ও গালগপ্পোগুলোও ভুলে যায় না, নিখুঁতভাবে সেগুলো মনে রাখে...

❁ ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفۡسِهِۦ﴾ : বড়দের অন্তরে লুকানো থাকে অনেক বড় এক সিন্ধুক, সেখানে তারা কত বিপদ ও আশঙ্কার কথা লুকিয়ে রাখেন; কত স্মৃতি, অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা সেখানে দাফন করে রাখেন তার ইয়ত্তা নেই...

❁ ﴿وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡۚ﴾ : ভাইয়েরা যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও চুরির অপবাদ দিল, তিনি সবকিছু সহ্য করলেন, কিছুই প্রকাশ করলেন না; এমনকি কারও ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিলে মুহূর্তের জন্য হলেও তার চেহারায় যে ক্রোধভাব জাগে, তাও জাগেনি তার মুখাবয়বে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম পেরেছিলেন সবকিছু লুকিয়ে রাখতে! কত মহান আপনি, হে আল্লাহর নবি...

৫৩. ইউসুফ আলাইহিস সালামের শৈশবের কোনো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তারা পুনরায় তাঁকে দোষারোপ করল। প্রকৃতপক্ষে তা চুরির ঘটনা ছিল না।

قَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

'ইউসুফের ভাইয়েরা বলল, "হে আজিজ, তার একজন বয়োবৃদ্ধ পিতা আছেন; তার জায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা মনে করি, আপনি একজন মহানুভব মানুষ।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৮)

❋ ﴿إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ : প্রাচীনকাল থেকেই বন্দীকে যেসব কারণে রহম করা হয়, তার মধ্যে একটি হলো, তার বৃদ্ধ মা-বাবা। এমনকি বর্তমানেও মানুষের মাঝে এই মানসিকতা আছে। কারণ বৃদ্ধ মা-বাবার কাছে পুত্রশোক অনেক কঠিন হয়ে থাকে...

❋ ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম বিনয়ামিনের স্থলে অন্য কোনো ভাইকে কীভাবে রাখবেন? যে ভাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চায় আর যে ভাই তাঁকে দূরে ঠেলে দিতে চায়, উভয়জন এক হবে কীভাবে?

❋ ❋ ❋

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّظَـٰلِمُونَ ﴿٧٩﴾

'ইউসুফ বললেন, "যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। এমন কাজ করলে তো আমরা জালিম সাব্যস্ত হব।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৭৯)

❋ ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ﴾ : বিনয়ামিনকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রাখলে আমরা এত কাণ্ড করলাম কী জন্য?!

❋ বহু বছর পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম কাছে পেয়েছেন তাঁর কোনো প্রিয়জনকে। দীর্ঘ কয়েক দশকের বিরহদগ্ধ হৃদয়ে বিনয়ামিন যেন এক পশলা প্রশান্তির বৃষ্টি। তিনি কিছুক্ষণের জন্যও প্রিয় ভাইয়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে চান না। বিরহের জ্বলন্ত আগুন নেভাতে হলে, প্রিয়জনকে আরও দীর্ঘ সময় তাঁর কাছে চাই। অতীতের বেদনাবিধুর স্মৃতি আর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ব্যথা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। ওয়াল্লাহু আলাম।

দশম রুকু

বিব্রতকর পরিচয়পর্ব : আপনিই তবে ইউসুফ?

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

'তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে একান্তে গোপন পরামর্শ করল। তাদের বড়জন বলল, "মনে নেই, তোমাদের বাবা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে? তাই আমি কিছুতেই এদেশ ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না আমার বাবা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দেন; তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮০)

❁ ﴿فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ : এই কথাগুলোতে এমন এক প্রাণ আছে, যা আমাদের হৃদয়েও সঞ্চারিত হয়, আমাদের অনুভূতিগুলোকেও ছুঁয়ে যায়। এখানে এমন কিছু আছে, যা বলে বোঝানো যায় না...

❦ ❦ ❦

ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ﴿٨١﴾

'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলো, "বাবা, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জেনেছি, তারই প্রত্যক্ষ

বিবরণ দিলাম। আমরা তো আর অদৃশ্য বিষয় জানতাম না।'" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮১)

❋ ﴿يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ﴾ : বড় ভাইটি এখানে কাউকে সম্বোধন করছে না, সে কেবল ভাইদের শিখিয়ে দিচ্ছে, পিতাকে গিয়ে কী বলবে। কিন্তু সে সম্বোধন করার মতো করেই বলছে, ﴿يَٰٓأَبَانَآ﴾ 'হে আমাদের পিতা!' এর রহস্য হচ্ছে, সে মূলত ভাইদের ঘরে ফেরার পুরো দৃশ্যটি কল্পনা করেছিল : সন্তানদের ফিরে আসার খবর পেয়ে খুশি হয়ে পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন; বিনয়ামিনের নিরাপদে ফেরার দৃশ্যটি দেখার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে তাদের পথপানে চেয়ে থাকবেন। আর সবার সাথে বিনয়ামিনকে না দেখে তিনি দূর থেকেই জিজ্ঞেস করবেন, 'বিনয়ামিন কই? তাকে দেখছি না যে?' তখন সন্তানরা কাছে আসার পূর্বেই দূর থেকেই উত্তর দেবে : ﴿يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ﴾ 'বাবা, আপনার ছেলে চুরি করেছে।'

❋ ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা বলেছে : ﴿وَمَا كُنَّا لِلۡغَيۡبِ حَٰفِظِينَ﴾ তারা বলেনি : ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ عَالِمِيْنَ﴾। কারণ কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি আদব ও শিষ্টাচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ওয়াল্লাহু আলাম।

অনুরূপভাবে আপনিও যখন আল্লাহর কোনো সিফাত ও গুণকে গাইরুল্লাহ থেকে নফি ও নাকচ করবেন, তখনও শব্দপ্রয়োগের সময় হুবহু আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য শব্দগুলো ব্যবহার করে বসবেন না; বরং কাছাকাছি কোনো সমার্থক শব্দ প্রয়োগ করুন, যেভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা করেছে। এতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি তাজিম ও সম্মান প্রকাশ পায়।

❋ ❋ ❋

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِيهَاۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٨٢﴾

'যে জনপদে আমরা ছিলাম, তার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করুন এবং যে কাফেলায় আমরা ফিরে এসেছি, তার লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন; আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮২)

❁ ﴿وَاسْأَلِ﴾ : আপনি স্বীকৃত সত্যবাদী হলেও কখনো এমন পরিস্থিতি আসে, যখন অন্যদেরকে আপনার সত্যবাদিতার ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত করার প্রয়োজন পড়ে এবং আপনার কথায় আস্থা আসার জন্য কেবল বক্তব্য উপস্থাপনই যথেষ্ট হয় না। কারণ সব কথা একই স্তরের নয়। অনেক কথা এমন আছে, যেগুলোকে বিশ্বাস করানোর জন্য আপনাকে অনেক জোরের সঙ্গে কথা বলতে হয়—আপনি যতই নিজের কাছে সত্যবাদী হোন না কেন এবং অন্যরা আপনাকে যতই বিশ্বাস করুক না কেন।

❁ ❁ ❁

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًاۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

'ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, "নাহ, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি গড়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; আশা করি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৩)

❁ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আদরের পুত্র ইউসুফকে হারানোর ব্যথা মোকাবিলা করেছিলেন 'সবরে জামিল' দিয়ে; বিনয়ামিনকে হারানোর বেদনায়ও তিনি 'সবরে জামিল' অবলম্বন করলেন। হৃদয়ের কষ্ট ও যন্ত্রণার উপশমে সবরে জামিলের চেয়ে উপকারী কোনো চিকিৎসা নেই।

❁ ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ : বিনয়ামিনকে হারানোর পর তিনি আশা করলেন, আল্লাহ কেবল বিনয়ামিনকে নয়; বরং ইউসুফকেও তাঁর

কাছে ফিরিয়ে দেবেন! আল্লাহর অলিদের শান হলো, মুসিবত ও পরীক্ষা যত বাড়ে, আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস ততই বাড়তে থাকে।

❧ ❧ ❧

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

'তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, "হায় আফসোস ইউসুফের জন্য!" আর শোকে তাঁর চোখদুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন ভীষণ দুঃখভারাক্রান্ত।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৪)

❁ ﴿وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ : নতুন দুঃখ পুরাতন কষ্টকে ভুলিয়ে দেয় না; বরং আরও তাজা করে তোলে।[৫৪]

❁ ﴿وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ﴾ : যন্ত্রণা কখনো এতটাই বেড়ে যায়, তা আর ভাষায় প্রকাশ করার অবস্থা থাকে না।

❁ ﴿وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ﴾ : ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অন্তরে ইউসুফের প্রতি এমন গভীর স্নেহ আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন। এখানে লুকিয়ে আছে আল্লাহ তাআলার বিশেষ কোনো হিকমত! ইয়াকুব আলাইহিস সালাম চাইলেও তাঁর সকল পুত্রকে একসমান ভালোবাসতে পারতেন না![৫৫]

❁ ﴿وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ﴾ : জীবনে যখন দুঃখের আঁধার নেমে আসে, তখন চোখগুলো সাদা হয়ে যায়।

❁ ﴿وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ﴾ : দুটি পুত্র হারিয়ে তাঁর চোখদুটিও সাদা হয়ে যায়।

---

৫৪. বিনয়ামিনকে হারিয়ে ইউসুফ হারানোর ব্যথা যেন নতুন করে চাড়া দিয়ে উঠল।

৫৫. স্নেহ ও ভালোবাসা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। চাইলেও কাউকে মন থেকে ভালোবাসা যায় না।

قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡهَٰلِكِينَ ﴿٨٥﴾

'তারা বলল, "আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করতেই থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি মরণাপন্ন হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৫)

❁ এই আয়াতদুটি লক্ষ করুন : ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا﴾ 'ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের বাবার কাছে আমাদের চেয়েও অধিক প্রিয়'; ﴿تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ﴾ 'আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করতেই থাকবেন...।' ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা প্রথমে ভালোবাসা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল; এখন ভালোবাসার স্মৃতি নিয়েও যুদ্ধে নেমেছে। পিতার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করেছে; এখন ইউসুফের স্মৃতিচারণেরও বিরোধিতা করছে!

قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾

'তিনি বললেন, "আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ কেবল আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর কাছ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬)

❁ ﴿إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ : মানুষ তাদের সব দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছেই নিবেদন করবে—এটিই নিয়ম। নেককারও এর ব্যতিক্রম নন।

يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

'হে আমার ছেলেরা, তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তালাশ করো। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। বস্তুত কাফিররা ব্যতীত আল্লাহর রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৭)

❋ ﴿يَٰبَنِيَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ﴾ : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সন্তানদের বলছেন, ইউসুফকে খুঁজতে। তারা কেন ইউসুফকে খুঁজবে? তাঁকে তো বাঘে খেয়ে ফেলেছে! মিথ্যুক ভাইয়েরা লাঞ্ছিত হয়েছে—এমনকি নিজেদের কাছেও তাদের মুখ লুকোনোর জো নেই। তাই তারা বুঝতে পেরেছে, মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করে কোনো ফায়দা হবে না।

❋ ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ﴾ : আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবিরা গুনাহ। আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রত্যাশা সব সময় যেন আপনার হৃদয়ে জেগে থাকে। জীবনের চারপাশে যখন বিপদ ও শঙ্কার আলো-আঁধারী, তখনও যেন আপনি আল্লাহর ব্যাপারে নিরাশ না হন।

❋ ❋ ❋

فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَٰعَةٍ مُّزْجَىٰةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

'তারা যখন আবার ইউসুফের কাছে গেল, তখন তাঁকে বলল, "হে আজিজ, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ খুব কষ্টে পড়েছি এবং খুবই সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পুরো বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ নিশ্চয় দানকারীদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৮)

❁ ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ﴾ : এখানে এসে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। কষ্ট ও অভাবজর্জরিত আত্মীয়-স্বজনের কথা তিনি কীভাবে কল্পনা করবেন?! তাঁর দুচোখ যেন অশ্রুতে ভরে আসছিল...

❁ ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ﴾ : যারা একসময় তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, আজ তারা তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে।

❀ ❀ ❀

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ ﴿٨٩﴾

'ইউসুফ বললেন, "তোমরা কি জানো, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে তোমরা কী আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৮৯)

❁ ﴿هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ﴾ : বিস্তারিত খুলে বলার দরকার নেই, তোমরা তো সব জানো...

❀ ❀ ❀

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

'তারা বলল, "তবে কি আপনিই ইউসুফ!" তিনি বললেন, "আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাআলা এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯০)

❁ ﴿أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ : তাদের চোখে ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করল শিশু ইউসুফের কচি মুখাবয়ব; তাদের মনে ঝড়ো হাওয়ার ন্যায় বয়ে গেল গভীর কূপে তাঁকে নিক্ষেপ করার স্মৃতি; মুহূর্তেই দরবারের পরিবেশ গম্ভীর

রূপ ধারণ করল; তাদের মনে হলো, একঝাঁক সংকট যেন তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে...

❁ ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ﴾ : ইতিহাসের সবচেয়ে বিব্রতকর পরিচয়-পর্ব...

❁ ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ﴾ : জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি সামলে নিতে গিয়ে তাদের চোখগুলো যেন বিস্ফোরিত হওয়ার উপক্রম করছিল...

❁ ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ : পুরো সুরা ইউসুফের সারনির্যাস এই দশটি শব্দে এসে গেছে!!!

❦ ❦ ❦

قَالُوا تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِـِٔينَ ﴿٩١﴾

'তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় আপনাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯১)

❁ ﴿تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا﴾ : এতদিনে তারা বুঝতে পারল ইউসুফ কেবল তাদের পিতার কাছে নয়, তাদের রবের কাছেও তাদের চেয়ে প্রিয় ছিল।

❁ ﴿لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا﴾ : অনেক মানুষ এমন আছে, সহজ একটি বাস্তবতা মেনে নিতে তাদের কয়েক দশক লেগে যায়।

❁ ﴿وَإِن كُنَّا لَخَاطِـِٔينَ﴾ : ভুলবশত যে কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলে, তাকে বলে : ﴿ٱلْمُخْطِئُ﴾ আর যে স্বেচ্ছায় অন্যায় করে, তাকে বলে : ﴿الْخَاطِئ﴾। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা স্বীকার করেছে, তারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করেছিল।

আপনার অপরাধ কতটা গুরুতর তা স্বীকার করুন; বিশেষ করে, আপনি যদি এমন কোনো অপরাধ করে ফেলেন, সময়ের দীর্ঘ আবর্তনও যাকে মুছে দিতে পারে না...

❀ ❀ ❀

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٩٢﴾

'তিনি বললেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সবচেয়ে বড় দয়ালু।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯২)

❁ ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ﴾ : কত মহান আল্লাহর নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম! কীভাবে তিনি ভাইদের ধোঁকা ও প্রতারণার সব ইতিহাস ভুলে যেতে পারলেন! যে ভাইয়েরা তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তাঁকে ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে, তাদেরকে তিনি কীভাবে এক বাক্যে ক্ষমা করে দিতে পারলেন!

❁ ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ : ভাইয়েরা দোষ স্বীকার করেছে, পিতা তাদের মাফ করে দিয়েছেন আর আল্লাহ তাআলাও তাদের ক্ষমা করেছেন—সুতরাং আজ আমারও কোনো অভিযোগ নেই আর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই!

❁ ﴿يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ : আজ তোমাদের হৃদয় প্রশান্তিতে ছেয়ে যাবে। আজ তোমরা এমন এক ঘুম ঘুমাবে, আমাকে কূপে নিক্ষেপ করার পর থেকে যে ঘুম তোমাদের ভাগ্যে এক দিনের জন্যও আর জুটেনি। আজ তোমাদের চেহারার মলিনতা দূরীভূত হবে। আজ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

'তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার বাবার চেহারার ওপর রাখবে; এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৩)

❁ ﴿ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا﴾ : যে জামা বাঘে খায়নি, কালের আবর্তে যেটি জীর্ণ হয়নি আর কারাগারের কঠোরতা যার ঘ্রাণ শুষে নেয়নি...

❁ ﴿ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا﴾ : যে হৃদয়টি রক্তাক্ত জামা দেখে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, সুরভিত জামার ঘ্রাণে সেটি আবার সেরে উঠবে...

❁ ﴿وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ : যেকোনো দল থেকে সদস্য বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরিবার এমন একটি দল, যেখান থেকে একজন সদস্যকেও বাদ দেওয়া যায় না; যেকোনো দৃশ্য থেকে কিছু অংশ ছেঁটে ফেলা যায়, কিন্তু পরিবার এমন একটি দৃশ্য, যার কোনো অংশই ছাঁটাই করা যায় না; যেকোনো কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু পরিবার এমন একটি কবিতা, যার কোনো পঙ্ক্তিই ফেলে দেওয়ার নয়।

একাদশ রুকু

পিতা-পুত্রের মিলন—স্বপ্ন যখন সত্য হলো

وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

'কাফেলা যখন রওনা হলো, তাদের বাবা বললেন, "তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো, তবে আমি বলব, "আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।"" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৪)

❁ ﴿إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইহসান, সবর ও তাকওয়া বাতাসকেও সুরভিত করে তুলেছিল, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নাকে এই সুঘ্রাণ ধরা পড়ছিল।

❁ ﴿لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ﴾ : বৃদ্ধরা অস্বাভাবিক কোনো কথা বললেই মানুষ মনে করে এটি বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রষ্টতা—এটি তাদের অনেক বড় বদ অভ্যাস।

❁ ❁ ❁

قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَـٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾

'তারা বলল, "আল্লাহর কসম, আপনি তো আপনার পূর্ব-বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৫)

❁ পূর্বে তারা বলেছিল : ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ﴾ 'আমাদের বাবা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।' এখন বলছে : ﴿تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَـٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ﴾ 'আল্লাহর কসম, আপনি তো আপনার পূর্ব-বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।' পুত্রস্নেহকে যেমন তারা বিভ্রান্তি বলছে, তেমনই পুত্রের স্মরণকেও তারা

বিভ্রান্তি বলছে। মানুষকে বিভ্রান্ত বলা যেন তাদের বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে!

❀ ❀ ❀

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًاۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿٩٦﴾

'তারপর সুসংবাদ-বাহক এসে ইউসুফের জামাটি ইয়াকুবের চেহারায় রাখতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনি, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না?"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৬)

❀ ﴿فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ﴾ : ক্ষতবিক্ষত হৃদয়গুলোতে সুখের পরশ বুলোনোর জন্য সুসংবাদ বহনকারী যেন ছুটে এল...

❀ ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ : আপনি কাউকে বললেন, আশা করি, আজ এমনটা ঘটবে। পরে সত্যি সত্যি তা ঘটলও। তখন যদি আপনি তাকে বলেন, 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এমনটি ঘটবে। আমার কথা সত্যি হলো।' এই ধরনের কথা বলাতে কোনো সমস্যা নেই, যদি আপনি কোনো উৎস থেকে জেনে বলে থাকেন। তবে আন্দাজে কথা বলা ঠিক নয়।

❀ ❀ ❀

قَالُوا يَاأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴿٩٧﴾

'তারা বলল, "বাবা, আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৭)

❀ ﴿يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ﴾ : তারা বলেনি, আমরা এই এই অপকর্ম করেছি, আপনাকে এভাবে এভাবে কষ্ট দিয়েছি; শুধু বলেছে, আমাদের

গুনাহের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আপনার অপরাধগুলো বিস্তারিত খুলে বলে কাউকে কষ্ট দেবেন না।

❀ ❀ ❀

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

'তিনি বললেন, "আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৮)

❁ ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ﴾ : বলা হয়ে থাকে, শেষ রাত হলো দোয়া ও ইসতিগফারের মোক্ষম সময়। এখান থেকে বোঝা যায়, কোনো নেক কাজকে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়া যায়।

❀ ❀ ❀

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾

'এরপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯৯)

❁ ﴿آمِنِينَ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদের সর্বপ্রথম যে উপহারটি দিলেন, সেটিই ভাইয়েরা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আর তা হলো নিরাপত্তা....

❁ ﴿آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ : অর্থবিত্ত, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সিংহাসন ইত্যাদি যেন আপনাকে আপনার মা-বাবার কথা ভুলিয়ে না দেয়।

❀ ❀ ❀

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًاۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّاۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

'ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং তারা সবাই ইউসুফের সম্মানে সিজদায়[৫৬] লুটিয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "বাবা, এটিই তো আমার পূর্বেকার স্বপ্নের তাৎপর্য। আমার রব এটিকে সত্যে পরিণত করেছেন; তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা চান, তা নিপুণভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০০)

❁ ﴿وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ﴾ : দীর্ঘ কয়েক যুগের বেদনাবিধুর সময় পাড়ি দেওয়ার পর কত মধুর শোনাচ্ছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই নির্মল স্মৃতিচারণ!!!

❁ ﴿هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ﴾ : আপনার সুখময় স্মৃতিগুলো ভুলে যাবেন না, যদিও তা কোনো সুন্দর স্বপ্ন হয়। আর বেদনাবিধুর স্মৃতিগুলো ধরে রাখবেন না, যদিও তা আপনাকে হত্যাচেষ্টার মতো জঘন্য কিছু হয়।

❁ দুটি আয়াত : ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ﴾ 'বাবা, আমি ১১টি তারা এবং সূর্য ও চাঁদ দেখেছি' এবং ﴿يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ﴾ 'বাবা, এটিই তো আমার পূর্বেকার স্বপ্নের তাৎপর্য'—এই দুইয়ের মাঝখানে কত বিশাল ইতিহাস : কত দুঃখ... কত বেদনা... কত বিরহ... কত দুঃসহ যন্ত্রণা... কত ধৈর্য... কত সাধনা...

৫৬. ইমাম জাসসাস ﵀ তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী নবিগণের শরিয়তে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা করা বৈধ ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তে তা রহিত হয়ে গেছে।

❁ ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ﴾ : দেখুন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্মৃতিচারণ করার সময় কূপের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন, যদিও সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট! কূপের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি ভাইদের মনে আঘাত দিতে চাননি...

❁ ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ﴾ : আপনার ভাই হয়তো আপনাকে কষ্ট দিতে পারে; আপনার আত্মীয় আপনার প্রতি কঠোর হতে পারে; আপনার প্রিয়জন কখনো আপনাকে জেলে পাঠাতে পারে—সবার ব্যাপারে আপনার এই আশঙ্কা আছে; কিন্তু আল্লাহ? আল্লাহ আমাদের এমন এক রব, যাঁর কাছ থেকে আমরা কেবল কল্যাণের আশা করি... কেবল কল্যাণ... শুধুই কল্যাণ...

❁ ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ﴾ : মদ প্রস্তুতকারীর স্মৃতিচারণ তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করেনি, বাদশাহর আদেশও তাঁকে মুক্ত করেনি, বাদশাহর স্ত্রীর স্বীকারোক্তিও তাঁকে মুক্ত করেনি, তাঁকে মুক্ত করেছেন আল্লাহ!

❁ ﴿أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ : আলহামদুলিল্লাহ, শয়তানের চক্রান্ত কেবল প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দেওয়া পর্যন্তই। কেবল শয়তানের প্ররোচনার কারণেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনে এত বড় বড় মুসিবত নেমে এসেছিল। যদি শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেয়েও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হতো, তাহলে আমাদের কী দুর্গতিই না হতো....

❁ কাহিনির শুরু হয়েছিল এই কথা দিয়ে : ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ 'শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু'; আর শেষ হয় এই কথা দিয়ে : ﴿مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيٓ﴾ 'শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার পর।' মানুষের জীবনে যত দুর্ভাগ্যের নেপথ্যে সবচেয়ে খতরনাক কারিগর হলো এই শয়তান!

❁ ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ﴾ : যে ব্যক্তি সুরা ইউসুফ তিলাওয়াত করল, কিন্তু এই বিদনাবিধুর ইতিহাসের পাতায় বিচরণ করতে গিয়ে আল্লাহ

রব্বুল আলামিনের কর্মনৈপুণ্য উপলব্ধি করতে পারল না, সে আসলে সুরা ইউসুফ তিলাওয়াতই করেনি।

۞رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ﴿١٠١﴾

'হে আমার রব, আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই তো আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং সৎকর্মশীলদের সঙ্গে যুক্ত করুন।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০১)

❁ ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِۚ﴾ : স্বপ্নের তাবিরের জ্ঞান আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। ইউসুফ আলাইহিস সালাম রাজত্বের নিয়ামতের সঙ্গে এটিকে উল্লেখ করেছেন। অনেক জাহিল স্বপ্নের তাবিরকে কুসংস্কার মনে করে!

❁ ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ : মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা নবিদেরও তামান্না!

❁ ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ : মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার নিয়ামত দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়েও বড়, ধন-সম্পদের চেয়েও বড়, ইজ্জত-সম্মানের চেয়েও বড়, স্বাধীনতার চেয়েও বড়!

❁ ﴿وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾ : মুমিনের হৃদয় মুত্তাকি, পরহেজগার ও নেককারদের সাক্ষাৎ ও সাহচর্যেই প্রশান্তি লাভ করে; তাই দুনিয়াতে যেমন, তেমনই আখিরাতেও তারা নেককারদের সঙ্গে থাকতে চান।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾

'এসব গাইবের সংবাদ, যা আমি ওহির মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি। ষড়যন্ত্রকালে তারা যখন একমত হয়েছিল, তখন আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০২)

❋ ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনার অনেক খুঁটিনাটি বর্ণনা আল্লাহ রব্বুল আলামিন দিয়েছেন : কোথাও গল্পের চরিত্রগুলোর স্বপ্ন ও কল্পনা, কোথাও তাদের মনোবেদনা, কোথাও তাদের নির্জনে বলা কথাবার্তা—এসব তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জানার কথা না। এসব খবর কেবল তিনিই রাখতে পারেন, যিনি সবকিছু দেখেন এবং জানেন।

❋ ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ﴾ : ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনার সবটুকুই হয়তো মানুষের গোচরে আসা সম্ভব ছিল, তবে ভাইদের গোপন চক্রান্ত ও পরিকল্পনার বিষয়গুলো কোনোভাবেই বাইরের কেউ জানার সুযোগ ছিল না। কারণ তারা এসব কাউকে কোনোদিন বলেনি। তাদের মৃত্যুর পর পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষেই সম্ভব!

❋ ❋ ❋

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

'আপনি চাইলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবে না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩)

❋ এই দুটি আয়াত দেখুন : ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ﴾ 'ষড়যন্ত্রকালে তারা যখন একমত হয়েছিল, তখন আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না।' এবং ﴿وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ 'আপনি চাইলেও

অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবে না।' অনেক ভাই ভ্রাতৃত্ব ভুলে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে গাদ্দারি করে; আবার অনেক বান্দা রবকে ভুলে গিয়ে কুফুরি করে।

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

'আর আপনি তো এর জন্য তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এটি বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৪)

❁ ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ : বিনা পারিশ্রমিকে দাওয়াহর কাজ করা যুগে যুগে সকল দায়ি ইল্লাল্লাহর শান!

দ্বাদশ রুকু

তাওহিদ ও শিরক—নবিদের দাওয়াহ

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে! মানুষ এসব প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৫)

❁ ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ﴾ : কত আয়াত কত নিদর্শন... কিন্তু খুব অল্পই তো শিক্ষা গ্রহণ করে...

❁ ﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾ : যারা আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন দেখে পাশ কেটে চলে যায়, তারা উপকৃত হতে পারে না। যারা নিদর্শন দেখে থেমে যায়, ফিকির করে, তাদের জীবন বদলে যায়!

আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনগুলো নিয়ে যে যত বেশি ফিকির করে, সে তত বেশি হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হয়; আর যে যত বেশি অবহেলা করে, সে তত বেশি গোমরাহির শিকার হয়।

❦ ❦ ❦

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

'তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর সাথে শরিক করে।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৬)

❀ তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ রব্বুল আলামিনই একমাত্র স্রষ্টা, কিন্তু সেই সাথে তারা শিরকও করে; আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করে, কিন্তু উলুহিয়্যাহ অস্বীকার করে। অনেক বিশ্বাস এমন আছে, যা কুফরকে আরও শাণিত করে। অনেকেই কুরআনের তিলাওয়াত শুনে, কিন্তু এতে কারও কারও হৃদয় আরও শক্ত হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখার পরও অনেক মানুষ মুনাফিকই রয়ে গিয়েছিল; রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দিদার তাদের নিফাকের ভয়াবহতাকেই কেবল বৃদ্ধি করেছিল।

❀ ❀ ❀

أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

'তবে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ?' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৭)

❀ ﴿غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ﴾ : বান্দা সাধারণত ছোট ছোট বিপদে পড়ে, যার পরিধি ও বিস্তৃতি খুবই সংকীর্ণ; যেমন : মাথাব্যথা, দৃষ্টিস্বল্পতা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আল্লাহর আজাব এসে যখন কাউকে পাকড়াও করে, তখন সে অনুভব করতে পারে, মুসিবত তাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে নিয়েছে; তার পালানোর সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে!

❀ ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ : মানুষ যখন আসন্ন মুসিবতের জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পায়, মুসিবতের কষ্ট ও যন্ত্রণা তুলনামূলক কম হয়। তাই কুরআনে যেখানেই আল্লাহর আজাবের কথা এসেছে, সেখানে প্রায়ই বলা হয়েছে—তাদের অজান্তেই আজাব এসে তাদের পাকড়াও করবে।

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

'বলুন, "এই আমার পথ : আমি প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকি—আমি ও আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৮)

❁ ﴿وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ : কেবল শিরক পরিত্যাগ করাই আপনার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং মুশরিকদের সাথেও আপনাকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। কারণ মুশরিকরা মানুষকে শিরকের দিকে আহ্বান করে, শিরককে সুসজ্জিত করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে; সর্বোপরি শিরককে ভালোবাসে।

❦ ❦ ❦

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

'আপনার পূর্বেও আমি জনপদবাসীদের মধ্যে পুরুষদেরকেই রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহি পাঠাতাম। তবে কি অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বসূরিদের কী পরিণতি হয়েছিল, তা কি দেখেনি? মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝো না?' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৯)

❁ ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟﴾ : ভ্রমণ দুভাবেই হতে পারে : সরেজমিনে সফর ও বুদ্ধিবৃত্তিক সফর। সত্যের সন্ধানে মানুষ উভয় ধরনের সফরই করে থাকে। চিন্তাভাবনা, গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে করতে মানুষ একসময় সত্যের দেখা পায়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যাকে তাওফিক দেন, সে সত্যকে গ্রহণ করে সিরাতে মুসতাকিমের পথে উঠে আসে।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

'অবশেষে যখন রাসুলগণ নিরাশ হয়ে যেতেন এবং লোকেরা ভাবত, রাসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসত এবং আমি যাদেরকে চাইতাম, তারা রক্ষা পেত। অপরাধীদের থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১১০)

❁ ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ : আর আমাদের কী অবস্থা! আমরা সকালে মুসিবতে পড়লে বিকেলের মধ্যেই আল্লাহর সাহায্য চাই...

❁ ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ : আল্লাহর সাহায্যের প্রতীক্ষায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না। আপনার কাজ আপনি চালিয়ে যান। আল্লাহ ভালো করেই জানেন, আপনি কোন স্তরের বান্দা। আপনি যদি সাহায্যের উপযুক্ত হন, আল্লাহর সাহায্য আসবেই...

❦ ❦ ❦

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

'তাদের ঘটনাবলিতে বুঝমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এই কুরআন তো মিথ্যা রচনা নয়; বরং এর সামনে যেসব আসমানি কিতাব আছে সেগুলোর সত্যায়ন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।' (সুরা ইউসুফ, ১২ : ১১১)

❁ ﴿لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ : কুরআনের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, তার আকলে সমস্যা আছে!

❁ ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ : আপনি কুরআনের আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি কুরআনের প্রতি ইমান আনেন। কুরআনের হিদায়াত আপনাকে সুরভিত করবে না, যতক্ষণ না আপনি তাকওয়ার পানিতে গোসল করে পাক হয়ে যান। কুরআনের রহমতের ছায়ায় আপনি স্থান পাবেন না, যতক্ষণ না আপনি শরিয়াহর সামনে আত্মসমর্পণ করেন।

বইটির রচনা ও সম্পাদনা সমাপ্ত হয়েছে ৫ই রমাজান, ১৪৩৫ হিজরি তারিখে।

আল্লাহ তাআলা এই ছোট্ট পুস্তিকাটির মাধ্যমে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপকৃত করুন।

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد...

له الحمد في الإولى ولآخرة

–লেখক